২.৮.৭ বিদ্যাবিষয়ক দায়িত্ব (Academic Responsibility)

বাবা-মায়েদের অক্ষম শিশুটিকে সমন্বয়ের জন্য প্রস্তুত করতে বিশেষ শিক্ষকের সাথে সহযোগিতা করা উচিত। তাঁদেরকে তার বাড়ির কাজের দায়িত্ব নিতে হবে এবং তার সংগৃহীত শব্দতালিকায় ও বিদ্যালয়ে শেখানো ভাষার ধারণার ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন করতে হবে। ভালো পাঠ্য বিষয়ের যোগান দেওয়াটাও তার শব্দতালিকাকে বাড়াবে ও ভাষার বিকাশে সাহায্য করবে।

২.৮.৮ বিশেষ শিক্ষকদের সাথে সংযোগসাধন (Interaction with special teachers)

বাবা-মায়ের দিক্‌নির্দেশের জন্য যে সভাগুলি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তাঁদেরকে নিয়মিত যেতে হবে যাতে তাঁরা তাঁদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, এবং ভাষার বিস্তার ও শব্দতালিকা বাড়ানোয় তাকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য বাড়িতে কিছু সাধারণ সাহায্য বারবার করতে হতে পারে। যদি বাবা-মা সন্তানকে ভবিষ্যতে কোন সমন্বিত কার্যক্রমে পাঠাতে চান, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এটা আশা করা হবে যে তাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মচারীদের সহায়ক হবেন এবং বাড়িতে একটি বাচনিক পরিবেশ রক্ষা করবেন যা শিশুর প্রয়োজনীয় ভাষাগত ভিত তৈরী করতে সাহায্য করবে কারণ এটি সমন্বিত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাক্‌পূরণীয়।

২.৮.৯ সমন্বিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (Participation in an integrated programme)

নিয়মিত বিদ্যালয়ে শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিকে নাম লেখানোর পরেও বাবা-মায়ের অংশগ্রহণ চালু রাখা দরকার। প্রয়োজন হওয়া মাত্র সম্পন্ন শিক্ষক (Resource Teacher) শিশুটিকে সাহায্য করবেন, ও তার বাবা-মাকে তার বাড়ির কাজ, সাধারণ ব্যবহার ও নিয়মিত বিদ্যালয়ে লক্ষ্য এবং নিয়মকানুনের সাথে সম্পর্কযুক্ত আচরণের দায়িত্ব নিতে হবে। বিশেষ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে যেমনটা করা যেত, বাবা-মায়েরা হয়ত এই পর্বে বিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষকদের সাথে তেমনভাবে প্রায়ই কথাবার্তা বলতে পারবেন না। নিয়মিত শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষককে শ্রেণির ৬০ থেকে ৭০টি শিশুকে দেখতে হয় ও বিদ্যালয় চালু থাকাকালীন তাঁরা বাবা-মায়েদের সাথে কথা বলার সময় বার করে উঠতে পারেন না। কিন্তু, পারস্পরিক চুক্তির মাধ্যমে কিছু জিনিস করা সম্ভব।

- বাবা-মায়েদের অবশ্যই এটি আশা করা উচিত নয় যে তাঁদের সন্তানের জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে। তার শ্রেণির জন্য পরিকল্পিত যে কোন যুক্তিযুক্ত কার্যক্রম অনুসরণ করতে তাকে শেখাতে হবে।
- তাঁরা শ্রেণির পাঠ্যক্রমের ব্যাপারে পূর্বেই জানতে চাইতে পারেন, যাতে তাঁরা শিশুকে সেগুলি পড়িয়ে নিতে পারেন।
- তাঁদের কখনো শ্রবণ অক্ষম শিশুটির সাথে অন্য শিশুদের তুলনা করা উচিত নয়। শব্দভাণ্ডারের চাহিদা বর্ধিত হতেই থাকে। বিশেষ বিদ্যালয়ে শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করলেও পড়া ও পড়ানোর রকমফেরের জন্য নিয়মিত বিদ্যালয়ে তার ফল খারাপ হতে পারে।

- বুঝে বুঝে পড়তে সাহায্য করার মাধ্যমে বাবা-মা তাঁদের সন্তানের ভাষাজ্ঞান বাড়াতে প্রচেষ্টা চালাতে পারেন। শুধু বহুলমাত্রায় পড়লে এবং বুঝলেই কাম্য জ্ঞান অর্জন করা যায় একই সাথে ভাষা এবং তথ্যের জ্ঞানও পাওয়া যায়। একমাত্র পড়ার মাধ্যমেই একটি শ্রবণ অক্ষম শিশু বর্তমান যুগের ঘটনাবলির সাথে তাল রাখতে পারে। বাবা-মা কোন উপভোগ্য পত্রিকার গ্রাহক করে দিয়ে তার পড়ার আগ্রহ বাড়াতে পারেন।
- আত্মীয়ের বাড়ি, অনুষ্ঠানে বা পার্টিতে গেলে তার সামাজিকতার পরিধি বাড়বে।
- প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া এবং প্রমোদমূলক ভ্রমণে অংশ নিতে শিশুটিকে উৎসাহ দেওয়া দরকার যাতে সে নিজের সমকক্ষ শ্রবণক্ষম ব্যক্তিদের সাথে সামাজিকভাবে মিশতে পারে।
- তাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী কথার ত্রুটি শোধরানো বা অন্য কোন সমস্যার সমাধান করার জন্য একজন স্পিচ থেরাপিস্ট বা একজন বিশেষ শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারেন।

এভাবে অধ্যবসায়, জীইয়ে রাখা আকর্ষণ ও বুদ্ধিব্যঞ্জক নির্দেশের দ্বারা বাবা-মায়েরা বধির সন্তানকে তার বিদ্যালয় ও সমাজের শ্রবণক্ষম পরিবেশে স্বচ্ছন্দভাবে মানিয়ে নিতে শেখাতে পারেন।

২.৯ বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা (Role of Specialists)

একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুর ক্ষেত্রে সমন্বয়সাধনের অগ্রগতিতে বাবা-মা এবং বিশেষ শিক্ষক ছাড়াও শ্রবণ-বিজ্ঞানী (audiologist), সমাজকর্মী, স্পিচ, থেরাপিস্ট, সম্পন্ন শিক্ষক (resource teacher) এবং নিয়মিত শিক্ষকের অবদান রয়েছে। বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষা এবং সমন্বয় সাধনের পুরোটা দায়িত্ব বিশেষ বিদ্যালয়গুলির উপর বর্তায়, যার মধ্যে বিশেষ জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজগুলি হল শ্রবণ-অক্ষমদের শিক্ষাদান, সমন্বয়সাধনের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় খোঁজা, নিয়মিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিশুদের দিকস্থিতি (orientation) এবং বিদ্যালয় ছাড়ার পর শ্রবণ-অক্ষমদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান; এবং এই দায়িত্বগুলি সকলের ভাগ করে নেওয়া উচিত। এদের প্রত্যেকের এলাকাভিত্তিক কাজ করা উচিত; যেমন বাবা-মায়ের কাজ হল শীঘ্র রোগনির্ণয় ও শ্রবণ-সম্বন্ধীয় চিকিৎসা, বিশেষ বিদ্যালয়ে যোগাযোগে দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ, সমাজকর্মীর শিশুটির বাড়ির পরিবেশ সম্পর্কে বোঝা এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ে কাজ হল তাকে তার শ্রবণক্ষম প্রতিরূপদের সাথে আত্মপ্রত্যয় ও সুখের সঙ্গে শিখতে ও বাঁচতে দেওয়া। দলবদ্ধভাবে এগোলে নিয়মিত বিদ্যালয়ে ও শ্রবণক্ষম জগতে বধির শিশুটির ফলপ্রদ সমন্বয় সম্ভব।

২.৯.১ শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রবণ-বিজ্ঞানী (Educational audiologist)

যখন বাবা-ময়েরা তাঁদের সন্তানের শোনার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে তাঁদের কাছে আসবেন, তখন এই বিশেষজ্ঞদের তাঁদের আশঙ্কাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ও সঠিকভাবে রোগনির্ণয়ের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকা উচিত। প্রায়শই এরকম ঘটে যে এক বৎসর বয়সের পূর্বে বিশেষজ্ঞরা নির্দিষ্টভাবে রোগনিরূপণ করতে অসমর্থ হন এবং অনেকটা মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। যদি দুই বৎসর মধ্যে রোগ নির্ধারণ করা হয় তাহলেও

কখনো কখনো বিশেষজ্ঞ বাবা-মাকে প্রতিবন্ধকতা প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্য কথা জানান না এবং ভগ্নদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হতে চেয়ে তাঁদেরকে ভিত্তিহীন আশ্বাস দেন। এইরূপ মনোভাব গৃহীত হলে বাবা-মা বাচ্চাটির বধিরতার বিষয়ে অন্ধকারে থাকেন এবং সমস্যার সাথে যোঝা শুরু করতে অযথা দেরি হয়। অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে তিনি শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির ক্ষেত্রে সমন্বয়সাধনের সম্ভাবনাকে নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ধিত করতে পারেন।

১. শ্রবণ অক্ষমতা নিরূপণ করতে ও সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পর্যানুক্রমিকভাবে পরীক্ষা নেওয়া ও যথাসম্ভব শীঘ্র বাবা-মাকে তার ফল জানানো।

২. তার জন্য একটি উপযুক্ত শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্রের (hearing aid) বিধান দেওয়া।

৩. বাড়িতে প্রশিক্ষণের সঠিক কার্যসূচী অনুসরণ করার জন্য বাবা-মাকে নির্দেশদান।

৪. এইরকম শিশুদের জন্য কোন কার্যক্রমে বা শিশু প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা শিবিরে শিশুটির নাম লেখাতে বাবা-মাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত কারণ সেখানকার শ্রবণ-অক্ষমদের জন্য শিক্ষকেরা জানবেন কীভাবে একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুর গঠনমূলক বছরগুলির সবচেয়ে ভালোভাবে সদ্ব্যবহার করা যায়।

৫. শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির বেড়ে ওঠার সাথে সাথে নিয়মিত ব্যবধানে শ্রবণক্ষমতার মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনে একটি উপযুক্ত শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্রের বিধান দেওয়া।

৬. উপযুক্ত শ্রবণ-সম্বন্ধীয় প্রশিক্ষণের কার্যক্রম ছকে নেওয়া।

৭. নিয়মিত ব্যবধানে শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্রগুলির কার্যসম্পাদনক্ষমতার বিশ্লেষণ করা (শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র বিশ্লেষকের সাহায্যে করাটাই বাঞ্ছনীয়) যাতে নিশ্চিত হওয়া যায় যে সেগুলি ভালোভাবে কাজ করার মত অবস্থায় আছে।

৮. শিশুটির বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে কানের ছাঁচের (ear moulds) পরিবর্তনের জন্য প্রস্তাব দেওয়া।

৯. নিয়মিত বিদ্যালয়ে যোগদানের পরেও শ্রবণ-অক্ষম শিশুটি তার শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র এডুকেশনাল অডিওলজিস্টের কাছে নিয়মিত পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য পাঠাতে পারে।

২.৯.২ বাক্ চিকিৎসক (Speech therapist)

বাক্ চিকিৎসক বা স্পিচ থেরাপিস্ট এমন একজন বিশেষজ্ঞ যাঁর পরিসেবা অমূল্য, বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষার সময় শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির কথা বলায় প্রশিক্ষণ দরকার এবং একটি সমন্বিত পরিকাঠামোর কথা বলার ত্রুটি শোধরানো দরকার। বিশেষ বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মীবর্গ ভাষা শেখানো, পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত এবং পাঠ্যক্রম বর্হিভূত কাজের (extra curricular activities) ক্ষেত্রে এত মগ্ন থাকেন যে কথা বলার প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একেকজনের জন্য আলাদা করে সময় দেওয়া তাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক, নিয়মিত বিদ্যালয়ে যোগদানের পর বোধগম্য কই বলতে পারা একটি শ্রবণ-অক্ষম সম্পদ হয়ে ওঠে, তাই ভালো ফল পেতে হলে স্পিচ থেরাপিস্টকে নিম্নোক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী কাজ করা উচিত ঃ

১. কথা বলা ক্ষমতার বিকাশের জন্য তিনি শিশুদের প্রাথমিকভাবে প্রস্তুত করবেন। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা, নিঃশ্বাসবায়ুকে বেশি সময়ের জন্য যথাসম্ভব বেশি ব্যবহারের জন্য ফুসফুসের ক্ষমতা বাড়ানো, উচ্চারণ নিয়ে কাজের সময় স্পষ্টতর উচ্চারণের জন্য জিভের ব্যায়াম এবং কণ্ঠস্বরের জাতি ত্রুটিমুক্ত করা ভালভাবে কথা বলার ক্ষেত্রে প্রাক্‌পূরণীয়।

২. কথা বলার ক্ষমতার বিকাশের পর তিনি শিশুদের ছন্দ ও স্বরভঙ্গির বিকাশ ঘটাতে এবং কথার বোধগম্যতা বৃদ্ধি করার জন্য কথা সংশোধন করতে সাহায্য করবেন। সাধারণ বিদ্যালয়ে শিশুটির সমন্বয়ের পরেও তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

৩. শিশুটির কথার বোধগম্যতা বৃদ্ধি করার জন্য সম্পন্ন শিক্ষক (resource teacher) তার বিশেষ প্রয়োজনগুলি সম্বন্ধে থেরাপিস্টের সাথে আলোচনা করতে পারেন।

২.৯.৩ সমাজকর্মী (Social Worker)

একজন সমাজকর্মী একটি হাসপাতাল, শ্রবণ-অক্ষমদের জন্য বিদ্যালয় বা একটি নিয়মিত বিদ্যালয় যেখানে শ্রবণ-অক্ষম শিশুটি সমন্বিত হতে চলেছে— এরকম কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারেন। এইরূপ যে কোন অবস্থান থেকে তিনি শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির এবং তার বাবা-মায়ের প্রতি তাঁর অমূল্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন।

১. যখন বাবা মা প্রথমবার বুঝতে পারেন যে শিশুটি শ্রবণ অক্ষম, তাঁরা অনেক সময় এই সত্যকে মেনে নিতে পারেন না। এই সময় সমাজকর্মী শ্রবণ-অক্ষমতার তাৎপর্য বোঝাতে ও প্রতিবন্ধকতাটিকে স্বীকার করে নিতে তাঁদের সাহায্য করতে পারেন।

২. তিনি তাঁদেরকে আশা রাখতে ও পরিশ্রমের মূল্য বোঝাতে পারেন, যাতে করে একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশু শ্রবণক্ষম শিশুদের সাথে সাথে শিখতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়।

৩. প্রাথমিক প্রশিক্ষণের জন্য বাবা-মাকে বিশেষ বিদ্যালয়ের সন্ধান দেওয়া তাঁর প্রধান কর্তব্য। যে বাবা-মায়েরা সমাজের নীচুতলার নিম্নবিত্ত পরিবারগুলির সদস্য, বিশেষ করে তাঁরাই শীঘ্র প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বোঝেন না। তাঁরা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন যে কিছু বছর বাদে তাঁদের বধির শিশুসন্তান কথা বলা শিখে যাবে। সমাজকর্মীকে দেখতে হবে যে এরকম শিশুকে যেন তৎক্ষণাৎ শ্রবণ-অক্ষমদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং সে সঠিক সময়ে ও নিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে হাজিরা দেয়।

৪. তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে তাঁকে শিক্ষার খাতে খরচ, শ্রবণ-সম্বন্ধীয় চিকিৎসা এবং শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্রের মূল্য বাবদ খরচ চালানোর জন্য বিভিন্ন সমাজকল্যাণ সমিতির সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

৫. বিশেষ বিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত সমাজকর্মী হঠাৎ করে না জানিয়ে মাঝে মাঝে তাদের বাড়িতে যাবেন

এবং বাবা-মা এবং শিক্ষকেরা যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলি কাটিয়ে উঠতে তাঁদেরকে সাহায্য করবেন।

৬. তিনি নিয়মিত বিদ্যালয়ের শ্রেণি শিক্ষককে (class teacher) শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিকে শিক্ষাদানের পরিবেশের অঙ্গ হিসাবে মেনে নিতে সাহায্য করবেন।

৭. সমন্বয়সাধনের জন্য প্রস্তুত একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুকে স্বীকার করে নেবার মত একটি বিদ্যালয় খুঁজে পেতে তিনি বিশেষ শিক্ষককে সাহায্য করবেন।

৮. তিনি সাধারণ বিদ্যালয়ে গিয়ে শ্রবণক্ষম শিশুদেরকে শ্রবণ-অক্ষমতার ব্যাপারে, শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিকে শ্রেণিতে গহণ করার ব্যাপারে ও তাকে তার পড়াশুনায় সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারেন।

৯. সমাজকর্মী বাবা-মা ও শ্রেণি-শিক্ষকের মধ্যে নিয়মিত সংযোগ রাখতে, এবং বাবা-মাকে শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয়ের কার্যতৎপরতা সম্বন্ধে অবগত করতে পারেন। এভাবে বাবা-মা ও শ্রেণিশিক্ষক শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিকে নতুন পরিবেশকে আরো ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারেন।

১০. শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হয়ে গেলেও সমাজকর্মী তার প্রবণতা এবং ক্ষমতা অনুযায়ী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ পেতে তাকে অবিরত সাহায্য করে যাবেন। শিশুটির শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত পশ্চাৎপট স্মরণে রেখে তার জন্য উপযুক্ত কোনো কাজের সন্ধানের জন্য তিনি কোনো সংগঠন, কারখানা বা সরকারী কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন।

একটি বিশেষ বিদ্যালয়ে কোন সমাজকর্মী না থাকলে উপরোক্ত বিষয়গুলি দেখার দায়িত্ব বিশেষ শিক্ষকের উপর বর্তায়।

২.৯.৪ সম্পন্ন শিক্ষক (Resource teacher)

সম্পন্ন শিক্ষক বা রিসোর্স টীচার হলেন শ্রবণ-অক্ষমদের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এমন একজন শিক্ষক যিনি তাঁর সম্পূর্ণ পেশাদারী জীবন জুড়ে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াতে থাকবেন। রিসোর্স টীচার নিয়মিত বিদ্যালয়ে পাঠরত শ্রবণ-অক্ষম শিশুর শ্রেণিশিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন ও তাঁর সাথে তার ভাষাগত ও অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করবেন। শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির শ্রেণিকক্ষে দেওয়া নির্দেশ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে তিনি নিয়মিত শ্রেণির নির্দিষ্ট পর্যায়কালে (class periods) উপস্থিত থাকবেন, যাতে যে বিষয়গুলি সে ভালো বুঝতে পারে নি সেই বিষয়গুলিতে তিনি তাকে সাহায্য করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, যদি অঙ্কের ও ভাষা-সম্পর্কীয় নীতিগুলি শিশুটি না বুঝতে পেরে থাকে বা তাতে তার দখল না আসে, তবে রিসোর্স টীচার এই বিষয়গুলির ভিত দৃঢ় করবেন। শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিকে তালিম দেওয়ার পাশাপাশি নিয়মিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকের দিকস্থিতিকরণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। সন্তোষজনক কাজ উপহার দেওয়ার জন্য রিসোর্স টীচারের নিম্নলিখিত বিষয়ে জ্ঞান থাকতে হবে ঃ

- শ্রবণ-বৈকল্যের নানা প্রকার ও মাত্রা।
- শ্রবণ-বৈকল্য মাপার পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্র।
- শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের কথা বলা ক্ষমতার বিকাশে সমস্যা।
- শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের মধ্যে ভাষার বিকাশ।
- ভাষাজ্ঞান ও বুদ্ধির মূল্যায়নে ব্যবহৃত বিভিন্ন ও তাদের মানসিক সমস্যা।
- শ্রবণ-অক্ষমদের কথাবার্তা সংশোধন।
- বিভিন্ন সহায়ক পরিসেবা।
- নানা সুযোগসুবিধা।

রিসোর্স টীচার হলেন শ্রবণ-অক্ষমদের জন্য সমন্বিত শিক্ষার কার্যক্রমের প্রাণপুরুষ। তাঁকে প্রতিবন্ধি শিশুদের; শ্রেণী-শিক্ষকের, বাবা মায়ের ও অক্ষম শিশুদের সাহায্য করার জন্য যাঁদেরকে দরকার সেই বিশেষজ্ঞদের কাছাকাছি থেকে কাজ করতে হয়। শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলির সাথে যোঝার জন্য রিসোর্স টীচারকে এই শিশুদের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হতে হয়। তাঁর কর্তব্যগুলি হল ঃ

- অক্ষম শিশুটিকে পড়ানোর জন্য রিসোর্স টীচারকে নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে।
- তাঁর কাছ থেকে আশা করা হয় যে তিনি শিশুটির সমস্যাগুলির পৃথকভাবে গুরুত্ব দেবেন ও সে-যাতে বড় হয়ে উঠে সমাজের কাজে আসে সেদিকে নজর দেবেন।
- শ্রবণ-অক্ষমদের মধ্যে কথা বলার ক্ষমতার বিকাশের জন্য এমনভাবে শ্রবণ-সম্বন্ধীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে যা স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলার তৎপরতা বাড়াবে।
- তিনি শ্রেণি-শিক্ষকের শ্রবণ-অক্ষমদের পড়াতে ও তাদের জন্য বসার ব্যবস্থা করতে সাহায্য করবেন।
- তাদেরকে সাহায্য করার রাস্তা খুঁজে পেতে তিনি তাদের বিদ্যাবিষয়ক কৃতি ও সামাজিক সমন্বয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন।
- যাতে শ্রবণ-অক্ষম শিশুরা তাদের সহপাঠীদের সাথে ভালোভাবে মানিয়ে চলতে পারে সে বিষয়ে তাঁকে নজর দিতে হবে।
- তিনি একজন বাক্ সংশোধনকারী ভাষা শিক্ষক যিনি শ্রবণ অক্ষমদের ভাষা সম্পর্কীয় দক্ষতা বাড়ান যাতে তারা সংবাদ আদান প্রদান করতে পারে।
- তিনি শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের সম্যার প্রতিকারের জন্য শিক্ষকতা করেন।

  তাদের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে তাঁকে উপযুক্ত নির্দেশাবলী সমন্বিত বিষয়বস্তু গ্রহণ এবং জটিল ধারণাগুলি বোঝার জন্য তাদের জন্য আরো বেশি চাক্ষুষ অবলম্বন (visual aid) প্রস্তুত রাখতে হবে।

- স্পিচ থেরাপিস্ট, মনস্তত্ত্ববিদ্, চিকিৎসক, কান-নাক-গলা বিশেষজ্ঞ (ENT specialist), শ্রবণ-বিজ্ঞানী (audiologist) ইত্যাদি সহায়ক কর্মীবর্গের সাহায্য নিতে হবে।

এটা স্পষ্ট যে সমন্বিত প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধী শিশুটির প্রধান দায়িত্ব রিসোর্স টীচারের। বাস্তব চিত্রে না হলেও আদর্শ এটাই যে তাঁর কাছে একটি বিশেষ ক্রমের ৮ থেকে ১০টির বেশি শ্রবণ-অক্ষম শিশু থাকতে পারে না। এই সংখ্যার সীমা অতিক্রম না করা হলে উপায়-শিক্ষক বা রিসোর্স টীচার প্রতিটি শিশুকে আলাদা মনোযোগ দিতে পারেন।

২.১০ নিয়মিত বিদ্যালয়ের পরিবেশ (The Environment in the Regular School)

২.১০.১ যে শিশুগুলির ঐক্যসাধন করা হয়েছে তাদের সমস্যা (Problems faced by the integrated deaf children)

বেশিরভাগ বিশেষ বিদ্যালয়গুলি প্রচেষ্টা চালায় যাতে নিয়মিত বিদ্যালয়গুলিতে সমর্থ শিশুদের সমন্বয় সাধন করা যায়, তারা বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার পটভূমিকা পায় এবং পরিবারের স্বাধীনভাবে উপার্জনকারী সদস্যদের একজন হয়ে উঠতে পারে। তবুও সমন্বিত বালক-বালিকাদের সংখ্যা খুব কম। নিয়মিত বিদ্যালয়ে যে শ্রবণ-অক্ষম শিশুটি ভর্তি হতে যাচ্ছে, সমন্বিত জীবনে তার চলার পথে মোটেই ফুল ছড়ানো নেই। বিশেষ বিদ্যালয়ের ছায়াঘেরা পরিবেশ থেকে নিয়মিত বিদ্যালয়ের তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিবেশে পৌঁছিয়ে সে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। ৫০ থেকে ৬০টি শিশুতে ভরা শ্রেণিকক্ষের গোলমালের সাথে তাকে মানিয়ে নিতে হয়। শব্দের প্রতিধ্বনির দরুন কানে শোনার কাজ কঠিন হয়ে যায় কারণ একটি শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র সব শব্দকেই সমানভাবে বর্ধিত করে।

পড়ার সময় সমন্বিত শিশুটির সঠিকভাবে ঠোঁটের ভঙ্গিমা পাঠ করার ও আরও বেশি পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হয়, বিশেষত যখন বিষয়টির অন্তর্নিহিত ভাবনা ও যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তা তার কাছে অপরিচিত। বিশেষ করে কমবয়সীদের ঠোঁটের ভঙ্গিমা পাঠের প্রবল প্রচেষ্টা থেকে ক্লান্তি চলে আসে, এবং দিনের শেষের দিকের পিরিয়ডগুলিতে তাদের বোঝার অসুবিধা হয়।

শ্রবণক্ষম শিশুদের সাথে তাল মিলিয়ে পড়াশুনার নতুন ধারায় অভ্যস্ত হতে সমন্বিত বিদ্যালয়ে শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির অসুবিধা হয়। নিয়মিত বিদ্যালয় প্রথম শ্রেণি থেকেই মুক্ত চিন্তাধারার উপর না দিয়ে টীকা মুখস্থ করার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। যদিও পাঠ্যবিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য ছবির বই ব্যবহৃত হয়, সক্রিয় অংশগ্রহণ বা আলোচনায় উৎসাহ দেওয়া হয় না। খুব কম বিদ্যালয়েই পঠিত অংশের বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প বা প্রমোদভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। এরকম অবস্থা শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির পক্ষে অসুবিধাজনক, কারণ তাকে পুরোপুরিভাবে তার স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়, এবং তার কৌতূহলনিবৃত্তির এবং বুদ্ধি ও পর্যবেক্ষণশক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা হয় না।

একটি বিষয়ের প্রাথমিক পড়া হজম হওয়ার আগেই আরো সমস্ত নতুন তথ্য জোর করে তার উপর

চাপানো হয়। বিশেষ বিদ্যালয়ে চিন্তা এবং কাজের স্বাধীনতার উপর জোর দেওয়া হত, শেখার অভিজ্ঞতার স্বাদ পাওয়া যেত ও সে যে-কোনো সময় প্রশ্ন করতে বা আলোচনা করতে পারত। কিন্তু শ্রবণক্ষমদের বিদ্যালয়ে পড়ানোর গতি তার কাছে খুব দ্রুত মনে হয়। সেই জন্যেই সেই শ্রেণির পাঠ্যক্রম শেষ করার পরে বাচ্চাটিকে সংহতির জন্য প্রথম শ্রেণিতে পড়ানো উচিত। তাহলে সংহত জীবনের প্রথম বর্ষে শ্রেণির সাথে তাল মেলানো তার পক্ষে সহজ হবে। বিভিন্ন শিক্ষক ও সহপাঠীদের ঠোঁটের ভঙ্গিমা পাঠ, এবং তার সমকক্ষ শ্রবণক্ষম বাচ্চাদের সাথে বন্ধুত্ব পাতানো— ইত্যাদি প্রকার সমস্যার দিকে মনোযোগ দিতে সে সময় পাবে যদি সে তার শ্রেণীর কাজ সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয়ী হয়।

যেহেতু শ্রবণক্ষম শিশুরা বাইরের উৎস থেকেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করে, তাদের বাচনিক, প্রকাশভঙ্গিতে বাক্‌পটুতা প্রকাশ পায় এবং তা সংক্ষিপ্ত হয়। যখন শ্রবণ অক্ষম শিশুটি উঁচু শ্রেণিতে ওঠে, তখন তার ভাষার প্রতিবন্ধকতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায় কারণ এই সময় বিদ্যাসংক্রান্ত ধারণাগুলি আরও বেশি জটিল ও বিমূর্ত হয়ে ওঠে চাক্ষুষ অবলম্বন বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছাড়া এই ধারণাগুলি বোঝা শ্রবণ অক্ষম শিশুটির পক্ষে কঠিন। উদাহরণ স্বরূপ, চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শ্রেণিগুলিতে সাধারণত ৭ বছর বয়সী শ্রবণক্ষম শিশুদের ইতিহাসে ভারতের বিখ্যাত নেতাদের সম্পর্কে জানতে হয়। এখানে তাদের 'দাসত্ব', 'মুক্তি', 'বিধানসভা নির্বাচন', 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন' ইত্যাদি শব্দের সাথে পরিচয় ঘটে। যদিও পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতা দ্বারাই এই ধারণাগুলিকে সঠিকভাবে বোঝা যায়, একটি শ্রবণক্ষম শিশু খুব বেশি অসুবিধা ছাড়াই এগুলি মুখস্থ করে উগরে দিতে পারে। কিন্তু একটি শ্রবণ অক্ষম শিশুর এগুলি বোঝা এবং আবার বলতে বা লিখতে পারার আগে এই ধারণাগুলি এবং সংশ্লিষ্ট শব্দতালিকার সঠিক ব্যাখ্যা দরকার।

১। যখন শিশুরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে তাদের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের প্রবণতা এসে যায়, এবং শ্রবণঅক্ষম শিশুটি সেই ভাষা নাও জানতে পারে। এটা তার মধ্যে নৈরাশ্য জাগাতে পারে।

২। কখনো কখনো নির্দেশ দেওয়ার সময় শিক্ষকেরা অজান্তেই অন্য ভাষা ব্যবহার করে ফেলেন।

৩। ভাষা এবং ঠোঁটের ভঙ্গিমা পাঠ না জানা থাকলে শিশুরা শুরু থেকেই সমস্যার সম্মুখীন হবে কারণ তারা যথেষ্ট প্রস্তুত নয়।

৪। যে শিশুদের ভালো প্রস্তুতি আছে তারা বাড়ি থেকে পৃষ্ঠপোষকতা বা নির্দেশের অভাববশত সংহতির সুফল নাও পেতে পারে।

৫। পঞ্চম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বিজ্ঞান এবং সমাজবিদ্যার বইতে সংগৃহীত শব্দতালিকা বর্ধিত হয়েছে এবং ভাষার গঠনরীতি জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। শ্রবণক্ষম সমকক্ষ ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি শ্রবণঅক্ষম শিশুদেরও কাজ হল পাঠ্য বই ও তার ব্যাকরণ শেখা, বিশেষ বৈশিষ্ট্যবর্ণন, রচনা, সারাংশ ইত্যাদি লেখা। সময়াভাবে এই সমস্ত জটিল বিষয়গুলি নিয়মিত বিদ্যালয়ে খুব তাড়াতাড়ি পড়িয়ে দেওয়া হয়। গড় বুদ্ধিসম্পন্ন একটি শ্রবণক্ষম শিশুর পক্ষেও এতগুলি জিনিস সামাল দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। কাজেই, স্বাভাবিকভাবেই শ্রবণক্ষম শিশুটির প্রচুর চর্চা প্রয়োজন।

২.১০.২ নিয়মিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভিমুখীকরণ (Orientetation of teachers in the regular schools)

শ্রেণির নিত্যকারের কার্যপ্রণালী ধারাকে অযথা ব্যাহত না করে যাতে শ্রবণঅক্ষম শিশুটি তার শ্রেণিকক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে সর্বোচ্চ সুফল পেতে পারে সেদিকে নিয়মিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নজর রাখা উচিত। বিশেষ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ বা রিসোর্স টীচারকে আলোচনার মাধ্যমে সংহত শ্রবণঅক্ষম শিশুটির শ্রেণিশিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে শ্রবণঅক্ষম শিশুটির শিক্ষাগত মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজনগুলির পরিচয় ঘটাতে হবে যাতে শ্রবণঅক্ষম শিশুটি সম্পর্কে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা ও আশংকা দূর হয়। সুন্দর সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রেণি শিক্ষকের প্রধান মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। শ্রবণঅক্ষম শিশুটির প্রতি তাঁর মনোভাব সংহত শিশুটির প্রতি শ্রবণক্ষম শিশুদের যে মনোভাব সেটাকে পরিচালিত করবে এবং তাকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার দিকে অগ্রসর করবে। এর জন্য তাঁর সংহত শিশুটির প্রয়োজনগুলি অতি অবশ্যই বোঝা দরকার। সেগুলি নীচে দেওয়া হল ঃ

১। সংহত প্রেক্ষাপটে শিক্ষালাভের জন্য একটি শ্রবণঅক্ষম শিশুর ক্ষেত্রে অনুকূল প্রয়োজনীয় শর্তগুলি শিক্ষকের অবশ্যই জানা দরকার। যদি শ্রবণঅক্ষম শিশুটি ঠোঁটের ভঙ্গিমা ভালো পাঠ করতে পারে, তাহলে শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির দিকে শিক্ষককে মুখ করে পড়াতে হবে এবং তাঁর মুখের উপর আলো এসে পড়বে।

২। তাঁর এবং শিশুটির মধ্যে আদর্শ দূরত্ব হওয়া উচিত ৩ থেকে ৪ ফুট, কারণ একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে গেলে একটি শক্তিশালী শ্রবণ সহায়ক যন্ত্রও কার্যকরী হয় না।

৩। বসার আয়োজনে নমনীয়তা থাকবে এবং আরো ভালভাবে বোঝার সুবিধা হবে বলে মনে করলে তাকে তার বসার জায়গা পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তার বসার জায়গা থেকে অবশ্যই শিক্ষকের মুখ স্পষ্ট দেখা যাবে।

৪। যদি তিনি মূল বাক্যাংশগুলি এবং পাঠ্যবিষয়ের অভিধান দেখার উপযুক্ত শব্দগুলি লিখে লিখে পড়ান তা হলে সব শিশুদের, বিশেষত শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের উপকার হবে। এইভাবে মৌখিক নির্দেশগুলি লিখিত আকারে দৃঢ়তরভাবে উপস্থাপনা করা যায়। কথা থামিয়ে দিয়ে শিক্ষক ব্ল্যাক বোর্ডের উপর লিখবেন এবং তারপর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন, যাতে শ্রবণ-অক্ষম শিশুটি আলোচনার অগ্রগতির সাথে তাল রাখতে পারে।

৫। যদি শিক্ষক পড়ানোর সময় না ঘুরে ফিরে মাঝারি গতিতে স্পষ্টভাবে কথা বলেন তাহলে শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির উপকার হয়।

৬। যদি সে শিক্ষকের কোন বা উক্তি বুঝতে না পেরে থাকে, তাহলে আরও ভালোভাবে বোঝানোর জন্য বাক্যটির পুনর্বিন্যাস করে পুনরাবৃত্তি করলে ভাল হয়।

৭। শিক্ষকের দেখা উচিত যাতে সে কখনো কখনো মৌখিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, যার ফলস্বরূপ সে নিজেকে তার পরিবেশের অঙ্গ হিসাবে ভাববে।

৮। শ্রবণ-অক্ষম শিশুটি মুচকি হাসি বা মাথা নাড়া মানেই এই নয় যে সে কথা বুঝতে পেরেছে, তাই একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির নিয়মিত পরীক্ষা দরকার।

৯। শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিকে তার ত্রুটিপূর্ণ কথাবার্তা সমেত গ্রহণ করতে হবে এবং তা সংশোধন করে তাকে দিয়ে পুনরাবৃত্তি করানো হবে। কথাবার্তায় ত্রুটি থাকলে বা সঠিকভাবে ভাষার মাধ্যমে ভাবপ্রকাশ না করতে পারলে শিক্ষকের রিসোর্স টীচারের সাথে আলোচনা করার ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলা উচিত।

১০। শিক্ষককে এটা খেয়াল রাখতে হবে শিশুটি তার শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র ছাড়াই আসছে কিনা এবং তৎক্ষণাৎ সমাজকর্মীকে অথবা রিসোর্স টীচারকে খবর দিতে হবে।

১১। শরীর-শিক্ষা এবং ক্রীড়ার মত দলগত কাজে যদিও তার খেলার বিধিনিষেধ ও নিয়ম সম্পর্কে বেশি ব্যাখ্যার দরকার হবে, তবুও তাকে নিষ্ক্রিয় দর্শক হবার অনুমতি দেওয়া চলবে না। একটি ছোটোখাটো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলে শ্রবণ-অক্ষম শিশুটি সহজেই নিয়মগুলি অনুসরণ করতে পারবে।

১২। শ্রেণিতে 'কানে শোনায় সাহায্যকারী' কেউ তার পাশে বসলে উপকার হবে, কেননা সে তাকে টীকা লিখে নিতে, বাড়ির কাজ লিখতে, ও শ্রেণিতে মৌখিক পড়া চলাকালীন সঠিক পাতাটি খুলতে সাহায্য করবে।

১৩। শিক্ষকের আশা করা উচিত নয় যে সারাদিন ধরে শিশুটির পড়ায় তীক্ষ্ণ মনোযোগ থাকবে কারণ অবিরত ঠোঁটের ভঙ্গিমা পাঠের প্রচেষ্টা চালানো বেশ ক্লান্তিজনক। সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে কারণ অনেক সরল শব্দের মানে বোঝার জন্য তাকে প্রচণ্ড মনোনিবেশ করতে হয়, এবং শ্রবণ-অক্ষম শিশুরা মানে নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামিয়ে সেগুলি এমনিই শেখে। এইজন্য চটপটে, বুদ্ধিমান বা পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও সে হয়তো সব সময় বুঝতে পারে না যে কী সম্পর্কে আলোচনা চলছে।

শ্রবণ-অক্ষম শিশুদেরকে পড়ানো নিয়মিত শিক্ষকের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা হতে পারে এবং তিনি শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত নাও থাকতে পারেন। শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির পড়াশুনার পরিবেশকে বুঝতে গেলে নিয়মিত শিক্ষকের মানসিক অভিযোজন প্রয়োজন। তিনি শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির আগমনের জন্য ইতিবাচক মনোভাবের সাথে প্রস্তুত রাখতে পারেন এবং তার শ্রবণক্ষম সমকক্ষ শিশুদের তাকে গ্রহণ করে নিতে উৎসাহ দিতে পারেন।

২.১০.৩ সমকক্ষ শিশুদের দ্বারা অক্ষম শিশুটিকে গ্রহণ (Acceptance of the disabled child by the peers)

যদি শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিকে সংহত পরিবেশে সুখী মনে ফলপ্রদ কাজকর্ম করতে হয়, তাহলে প্রথমত

তাকে তার শ্রবণক্ষম সমকক্ষ শিশুদের স্বীকৃতি পেতে হবে। যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিকে হতে হয় সেগুলি বুঝতে গেলে শ্রেণির শ্রবণক্ষম শিশুদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখী হওয়া প্রয়োজন। শ্রবণক্ষম সমকক্ষ শিশুরা তাকে স্বীকার করে নিলে সে বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে ও তার আত্ম-মূল্যায়ন নিজের মর্যাদা বেড়ে যায়। যদি শ্রবণক্ষম শিশুদের সঠিক লক্ষ্য অভিমুখী না করা হয়, তাহলে তারা তাকে বিরক্ত করতে, তার শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র ধরে টানতে ও তাকে অস্বস্তিদায়ক অবস্থায় ফেলতে পারে।

২.১০.৪ শ্রবণক্ষম শিশুদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখী করা (Orientation of the hearing children)

অক্ষম শিশুদের বাবা-মায়েরা প্রায়শই ভয় পান যে সক্ষম সমকক্ষ শিশুদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁদের সন্তান অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তি বোধ করবে কারণ তারা তাকে হয় ব্যঙ্গ করবে নয়তো শুধু অবহেলা করবে। সত্যি বলতে গেলে শিশুরা প্রায়শই জানে না অক্ষমতার ক্ষেত্রে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত। ফল তখনই হবে যখন একজন শিক্ষক বা প্রাপ্তবয়স্ক কেউ শিশুদের সাথে শ্রবণঅক্ষম শিশুটির ঠিকঠাক আলাপ করিয়ে দেবেন এবং তাকে তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা সমেত দলের একজন বলে স্বীকার করে নেওয়া হবে।

নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে তাদেরকে শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির প্রয়োজন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

১। ঠোঁটের ভঙ্গিমা পাঠের প্রয়োজন।

২। শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্রগুলি পরার প্রয়োজন।

৩। বক্তাদের কথা বলার আছে তাদের দিকে তার তাকানোর জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন, নইলে সে তাদের কথপোকথন ঠিকঠাক শুনতে পাবে না, এবং আলোচনার বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কোন উত্তরও দিতে পারবে না।

৪। ঠোঁটের ভঙ্গিমা পাঠে কী কী অসুবিধা থাকতে পারে তা শিশুদের প্রদর্শন করা হবে।

এইভাবে শ্রবণক্ষম শিশুরা শ্রবণ-অক্ষমতা ও শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিকে পড়াশুনা করতে এবং পরিবেশ ও বিদ্যালয়ের রোজকার কাজের ধারার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করবে প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরো ভালোভাবে বুঝবে। যদি শ্রবণ-অক্ষম শিশুটি তার কিছু অসুবিধা শ্রেণি শিক্ষকের কাছে ব্যক্ত করতে সমর্থ না হয় তাহলে তার শ্রবণক্ষম বন্ধুরা তার কথা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে, এবং গানবাজনার ক্লাসে তাকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর জন্য শিক্ষকের কাছে দাঁড়িয়ে হারমোনিয়াম বা পিয়ানো স্পর্শ করার জন্য শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিকে উৎসাহিত করবে যাতে সে গানের স্পন্দন, ছন্দ ও তাল বুঝতে পারে। ক্লাসে তাড়াতাড়ি পড়িয়ে দেওয়া কোন বিষয় বুঝতে তারা শ্রবণ-অক্ষম সাহায্য করবে। কাজেই শ্রবণক্ষম পরিবেশে শুধুমাত্র শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিই নয়, সেই শ্রবণক্ষম শিশুরাও সুফল লাভ করবে যারা তার প্রতি ধৈর্য্য ও সহমর্মিতা দেখাতে সমর্থ হবে। সম্পূর্ণ ব্যাপারটি দেখতে গেলে সব শিশুদের জন্যই শ্রেণিতে একটি

শ্রবণ-অক্ষম শিশু থাকার একটি ইতিবাচক দিক আছে।

২.১১ সমন্বয়সাধনের সুবিধা (Advantages of Integration)

উল্লিখিত সমস্ত প্রকার অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সমর্থ শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন কারণ,

- এই শিশুদের শিক্ষাগত ও সামাজিক দিগন্ত এর ফলে উন্মুক্ত হয়। অন্যদের সাথে একসাথে পড়লে নিজেদের মধ্যে সামাজিকতার একটা স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি হয় ও অন্য শিশুদের সাথে আদানপ্রদানের ফলস্বরূপ সামাজিক সংহতির চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়।
- সমন্বয়ের জন্য নিয়মিত বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোয় সমকক্ষ শ্রবণক্ষম শিশুদের সাথে পড়াশুনা করলে শ্রবণ-অক্ষম শিশুরা শ্রবণক্ষম শিশুদের সাথে পড়া ও শেখার সুযোগ পায় যার ফলে তাদের মৌখিক ভাবপ্রকাশ ও বার্তাগ্রহণ পূর্বাপেক্ষা ভাল হয়।
- এটা তাদের মধ্যে স্বাধীনতাবোধ ও আত্মমর্যাদার বিকাশ ঘটায়।
- স্বাভাবিক কার্য সম্বন্ধীয় ভাষা সাধারণ ও স্পষ্ট করার মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হয়। এই পরিকাঠামোয় শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিকে ভালোভাবে যোগাযোগ করতে উৎসাহ দিতে ভালো আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়।
- এখানে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের অভিজ্ঞতার স্বাভাবিক ভিত তৈরি হয় যার ফলে অক্ষম মানুষটি সমাজের সদস্য হিসাবে অবদান রাখতে পারেন।
- বিশেষ বিদ্যালয়ের স্বতন্ত্র পরিবেশে প্রায় শ্রবণ অক্ষম ব্যক্তিত্ব উৎপন্ন হয় কারণ শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির পরিচিতির জগত অন্য শ্রবণ-অক্ষম শিশুদেরকে নিয়েই তৈরি হয়। তার কথাবার্তার সাথে সাথে দৈহিক ভাবভঙ্গিও থাকে এবং যোগাযোগস্থাপনের জন্য সে দৈহিক স্পর্শের উপর নির্ভর করে শ্রবণক্ষম শিশুরা এরূপ ব্যবহার সম্পর্কে সহনশীল নয় এবং কাজে কাজেই শ্রবণ-অক্ষম শিশুটি যোগাযোগের জন্য কথার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। শ্রবণক্ষম পরিবেশে অবিরত থাকার ফলে সে অবিরত কথা বলার চর্চা করে ও তার কথার বোধগম্যতা বাড়ে।
- এটা দেখা গেছে যে অক্ষম শিশুদের একটা বড় অংশ অন্যদের সাথে একসাথে শিক্ষালাভ করতে পারে, এবং এর ফলে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ থাকবে।
- বাবা-মায়েরা তুলনার মাধ্যমে বাচ্চাটির সামর্থ্য এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট চিত্র পেতে পারেন।
- ভারতের মত দেশে যেখানে জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ গ্রামীণ এলাকায় বাস করে এবং বিশেষ বিদ্যালয়গুলি শুধুমাত্র শহরে অবস্থিত, সেক্ষেত্রে সমন্বয় একটি ভাল বিকল্প কারণ রিসোর্স টীচার বা

উপায় শিক্ষকদের সহায়ক পরিষেবার কথা বাদ দিলে একটি নিয়মিত বিদ্যালয় এভাবে কোন বাড়তি খরচ বা পরিকাঠামোর পরিবর্তন ছাড়াই শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির প্রয়োজন মেটাতে পারে।

যে স্বল্প সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য এটি কাম্য।

২.১২. সার্থক সমন্বয়ের পশ্চাতে বিভিন্ন কারণসমূহ (Other Factors Affecting successful Integration)

সমন্বিত প্রেক্ষাপটে শ্রবণ-অক্ষম শিশুরা যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলির কথা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সমন্বিত কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যে সমস্ত অন্য অসুবিধা হয় সেগুলির কথা নীচে দেওয়া হল।

- বর্তমানে শিক্ষা ও সমন্বয়ের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে বিশেষ বিদ্যালয়গুলির উপর থাকে, বিশেষ করে অধ্যক্ষ ও বিশেষ শিক্ষকের কাঁধের উপর। বাবা-মাকে পরামর্শদান, শ্রবণ-অক্ষমকে শিক্ষাদান, সমন্বয়ের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় খোঁজা, নিয়মিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং শিশুদের লক্ষ্য নির্দেশ করা (orientation), জনশিক্ষা, এবং শ্রবণ-অক্ষম শিশুরা বিদ্যালয় ছাড়ার পর তাদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানে— ইত্যাদি জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দায়িত্ব ভার বাবা-মায়ের, বিশেষ বিদ্যালয়ের, শিশুটি যেখানে সমন্বিত হবে সেই নিয়মিত বিদ্যালয়ের, শ্রবণ-বিজ্ঞানীদের (audiologist), সমাজকর্মীদের ও বাক্‌চিকিৎসক বা স্পিচ থেরাপিস্টের ভাগ করা নেওয়া উচিত।
- অধিকাংশ বিশেষ বিদ্যালয়ে শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের পড়ানোর জন্য সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক নেই। অপর্যাপ্ত শ্রবণ সম্বন্ধীয় প্রশিক্ষণ, কথা বলা ও ভাষার বিকাশ থেকে ব্যর্থতার জন্ম হয়।
- বাবা-মায়েরা বিজ্ঞাপনের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের শ্রবণ-অক্ষম সন্তানের জন্য অনুপযুক্ত শ্রবণ-সহায়ক যন্ত্র কেনেন যা হয়তো তাদের কাজে আসবে না।
- শ্রবণ-অক্ষমতা নির্ণয়ে দেরি হলে ক্ষতি হতে পারে। তাই সন্দেহের নিরসন তাড়াতাড়ি করা উচিত।

  গ্রামীণ এলাকায় লোকে বিশ্বাস করে যে শ্রবণ-অক্ষমতা ভগবানের অভিশাপ ও তারা তাদের মূল্যবান সময় তান্ত্রিকদের সাথে দেখা করার জন্য নষ্ট করে।
- প্রায়শই দেখা যায় যে বাবা মায়েরা তাঁদের শ্রবণ-অক্ষম সন্তানদের হয় অত্যাধিক সুরক্ষা নইলে অত্যাধিক ছাড় দেন। দুটোই শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকারম। তাদেরকে তাদের ভাইবোনদের মতো একইভাবে মানুষ করা উচিত।
- নিয়মিত বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ শ্রবণ-অক্ষম শিশুকে ভর্তি নিয়ে বোঝা বাড়াতে অনিচ্ছুক থাকে।
- নিয়মিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শ্রবণ অক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারণা নেই এবং নিজেদের শ্রেণীতে একটি বিশেষ শিশুকে সামাল দিতে অসমর্থ হন।

যখন স্বাভাবিক শিশুদের বাবা-মায়েরা জানতে পারেন যে তাঁদের শিশু প্রতিবন্দি শিশুদের সাথে পড়বে তখন তাঁরা বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন।

তহবিলের অভাবে অনেক প্রতিষ্ঠান মত উচ্চতর সমন্বয়ের দিকে এগোতে পারছে না, কারণ এজন্য নানা শ্রেণির লোককে দলগতভাবে কাজ করতে হবে।

সমন্বয় এমনই এক বিষয় যাতে শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের নিয়ে যারা কাজ করে তারা বিশ্বাস করবে এবং সেই কাজের জন্য আত্মপ্রত্যয়ের সাথে নিজেদেরকে উৎসর্গ করবে যদি সঠিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, এটা তাকে একটা লড়াইয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে যাতে এই শিক্ষাগত ও সামাজিক পরিবেশে শ্রবণ-অক্ষম শিশুটি দ্রুততালে শিখতে পারে, তার সামর্থ্য ও মেধার বিকাশ ঘটে, এবং যার ফলস্বরূপ সে এমন একজন পরিণত মানুষ হয়ে ওঠে যে নিজের ব্যক্তিসত্তায় বিশ্বাসী, যে সুখ ও সন্তুষ্টির সাথে জীবন কাটায় এবং সমাজে উৎপাদক হিসাবে কাজ করে।

২.১৩ এককের সারাংশ (Unit Summary)

শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিকে মূলস্রোতে চালনা করলে একটি স্বাভাবিক পরিবেশের সৃষ্টি হয় যেখানে সে স্বাভাবিক শিশুর মতোই শেখে এবং যেটা তাকে পরিণত জীবনের জন্য প্রস্তুত করে। শ্রবণক্ষম জগতের সাথে কাছাকাছি থাকাটা তাকে যোগাযোগ করতে মুক্তভাবে সংবাদ আদানপ্রদান করতে ও আরো ভালভাবে সমাজের সাথে মিশতে সাহায্য করে। একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুর সার্থক সংহতির পিছনে থাকে বাবা মা, বিশেষ শিক্ষক, নিয়মিত বিদ্যালয়, বাক্ চিকিৎসক, শ্রবণ-বিজ্ঞানী ও সমাজকর্মীদের সহায়তা। এটা মনে রাখতে হবে যে সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের উন্নতি ও অগ্রগতি পুরোপুরিভাবে কয়েকজনমাত্র বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের জ্ঞান ও দক্ষতার উপর নির্ভর করে না। যদি বর্তমানের চেয়ে বেশি সংখ্যক শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করতে হয় তাহলে আরো অনেক শিক্ষককে একটি অক্ষমতার প্রভাব ও কী করে সেটি সবচেয়ে কমানো যায় সে সম্পর্কে জানতে হবে। এইরূপ প্রশিক্ষণের সুযোগ বাড়াতে হবে, এবং বিদ্যালয়গুলিতে বর্তমানের চেয়ে বেশি পরিমাণে চিকিৎসাবিষয়ক, মানসিক, মনোরোগবিদ্যাসংক্রান্ত এবং উপদেশমূলক সহায়ক পরিসেবা দিতে হবে।

সবচেয়ে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আমাদের লক্ষ হল এটা নিশ্চিত করা যাতে প্রতিবন্ধী শিশুরা এমনভাবে শিক্ষা পায় যাতে তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ অনুকূল সুযোগ থাকে।

২.১৪ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check Your Progress)

- নিয়মিত বিদ্যালয়ের একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুকে পর্যবেক্ষণ করুন। তার সামাজিকতা ও যোগাযোগস্থাপনে দক্ষতার বিবরণী লিখুন।
- কাছে পিঠে কোন নিয়মিত বিদ্যালয়ে যান ও দেখে আসুন কত সংখ্যক অক্ষম শিশুদের প্রতি বছর ভর্তি নেওয়া হয়।

২.১৫ বাড়ির কাজ (Assignments)

১. সংহতি বা সমন্বয় কী? এটা কি একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুকে সাহায্য করবে?

২. সমন্বয়সাধনের পূর্বে একটি শ্রবণ অক্ষম বাচ্চার মূল্যায়ন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—কেন?

৩. সমন্বয়ের ক্ষেত্র পিতামাতা ও নিয়মিত শিক্ষকের ভূমিকা বর্ণনা করা।

২.১৬ আলোচনার বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion)

১. আপনি কি মনে করেন যে নিয়মিত বিদ্যালয়ে একটি শ্রবণ-অক্ষম বাচ্চাকে সমন্বিত করা ঠিক? আপনার উত্তর যুক্তিসহ দিন।

(ক) সমন্বয়ের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনা করুন।

(খ) শীঘ্র হস্তক্ষেপের গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

(গ) সমন্বয়ের কার্যপ্রক্রিয়ায় বাবা-মায়ের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

(ঘ) নিয়মিত বিদ্যালয়ে শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিকে সাহায্য করার জন্য উপায়-শিক্ষকের বা রিসোর্স টীচারের কর্তব্যগুলি বর্ণনা করুন।

(ঙ) শ্রবণ-অক্ষম শিশুটিকে নিয়মিত বিদ্যালয়ের শ্রবণক্ষম পরিবেশে মানিয়ে নিতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

অন্যান্য বিষয়

.....

.....

.....

.....

২.১৭ উৎস (Reference)

১. Freeman, Roger, D. and others – Can't your child hear — A guide for those who care about deaf children. Caroom Helm Ltd. publishers, London - 1981.

২. Kirk, Samuel A. Educating exceptional children. Houghton Muffin Company, Boston - 1962.

৩. Miles, M. 1982 – Integrated Education for Handicapped Publis : Some Practical Drawbacks in Developing Countries. The Journal of Rehabilitation in Asia. Vol. XXII, No. 2, 28-32, April 1982.

একক - ৩ ঃ শ্রবণ-অক্ষম মানুষদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন (Vocational Training and Rehabilitation of Hearing Impaired)

গঠন

৩.১ ভূমিকা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ শ্রবণ-অক্ষমদের কাজ পাওয়ার সুবিধা— বর্তমান পরিস্থিতি

- ৩.৩.১ বিশালতা ও বৈচিত্র্য
- ৩.৩.২ সরকারি ও বেসরকারি বৃত্তিমূলক শিক্ষক পাওয়া
- ৩.৩.৩ যোগ্যতাসম্পন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষক পাওয়া
- ৩.৩.৪ কী কী পাঠ্যক্রম রয়েছে
- ৩.৩.৫ বর্তমান মনোভাব
- ৩.৩.৬ কর্মসংস্থান
- ৩.৩.৭ শিক্ষা

৩.৪ বৃত্তিমূলক নির্দেশ

৩.৫ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম

৩.৬ বর্তমানে প্রয়োজন

৩.৭ প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম

৩.৮ যোগ্যতাভিত্তিক বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম

৩.৯ অক্ষমদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

- ৩.৯.১ প্রশিক্ষণের মূলনীতি
- ৩.৯.২ যেগুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সেই পেশার নির্বাচন
- ৩.৯.৩ প্রশিক্ষণের কৌশল ও পদ্ধতি
- ৩.৯.৪ কর্মের সাথে কর্মীকে মেলানো
- ৩.৯.৫ অক্ষমদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বাধা

৩.৯.৬ নিয়োগকর্তার আশঙ্কা

৩.৯.৭ অক্ষম মানুষদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বাধা কাটিয়ে ওঠা

৩.৯.৮ মালিক সংগঠনের ভূমিকা

৩.১০ এককের সারাংশ

৩.১১ অনুশীলনী

৩.১২ বাড়ির কাজ

৩.১৩ আলোচনা ও পরিস্ফুটনের বিষয়

৩.১৪ উৎস

৩.১ ভূমিকা (Introduction)

মর্যাদাসম্পন্ন ও স্বাধীন জীবন অন্য যে কোনো অপ্রতিবন্ধী শিশুর মত একটি শ্রবণ-অক্ষম শিশুর মৌলিক অধিকার। একজন সক্ষম-দেহী ব্যক্তির ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জনের আশা পূর্ণ করতে অনেক ভাবে সুযোগ সৃষ্টি করা তুলনামূলক ভাবে সহজ।

'বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন' কথাটি পুনর্বাসনের অবিরত সমন্বিত কার্যপ্রক্রিয়ার অংশ হিসাবেই বোঝা হয়, যার মধ্যে রয়েছে— বৃত্তিমূলক নির্দেশ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং নির্বাচন অনুসারে কর্মপ্রাপ্তি।

পুনর্বাসনের ফল বা অন্তিম লক্ষ শুধুমাত্র ব্যক্তির ক্ষমতা অনুসারে উপযুক্ত কাজ পাওয়ানো বা তার অবশিষ্ট সামর্থ্য বা দক্ষতার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করাই নয়, বরং সাথে সাথে অক্ষম মানুষটিকে তাঁর চাকুরি ধরে রাখতেও সাহায্য করা।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি সম্পূর্ণ পড়লে আপনি এই বিষয়গুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন :

শ্রবণ-অক্ষম ব্যক্তিদের বৃত্তিদের বৃত্তিগত কর্মপ্রাপ্তি সম্পর্কীয় সমস্যা;

উপযুক্ত নির্দিষ্ট কাজের জন্য সঠিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা;

স্বনিয়োগের (Self employment) স্বপক্ষে মনোভাব গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা।

৩.৩ শ্রবণ-অক্ষমদের কাজ পাওয়ার সুবিধা— বর্তমান পরিস্থিতি (Employability of the H.I. - Present Status)

৩.৩.১ বিশালতা ও বৈচিত্র্য (Enormity and Diversity)

১৯৯১ সালে পরিচালিত জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (National Sample Survey) থেকে জানা যায় যে বয়ঃপ্রাপ্ত শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা দেশে প্রায় ৫০ লক্ষ। এই বিপুল সংখ্যার তুলনায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বর্তমান সুযোগসুবিধার পরিমাপ খুবই নগণ্য।

শ্রবণ-প্রতিবন্ধীরা একটি অসমসত্ত্ব শ্রেণির সৃষ্টি করে। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্ব, যোগাযোগের সামর্থ্য ও সমাজে মেলামেশার ক্ষমতা বিভিন্ন রকম। আমাদের দেশের শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের গরিষ্ঠ অংশ এখন নিরক্ষর ও মৌলিক দক্ষতাবিহীন এবং তারা জ্ঞান বাড়ানোর ও তথ্য সংগ্রহের সুযোগ পায় না। এই পরিস্থিতির কথা বাদ দিলে প্রতিবন্ধকতার শুরু করে হয়েছে, বাবা-মায়ের সহযোগিতা ও সমাজের প্রচলিত মনোভাবের মত অন্যসব বিষয়গুলিও ব্যক্তিটির বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে।

৩.৩.২ সরকারি ও বেসরকারি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Govt. and Non-Govt. Vocational Training Centres)

বর্তমানে শ্রমমন্ত্রকের অধীনে ১৭টি বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন কেন্দ্র (Vocational Rehabilitation Centre / VRC), কল্যাণ মন্ত্রকের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের (National Institute) অধীনে হায়দ্রাবাদে প্রাপ্তবয়স্ক শ্রবণ অক্ষমদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Training Centre for the Adult Deaf, Hyderabad/TCAD) কানপুর ও মাইসোরে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক প্রজেক্টর (World Bank Project) অধীনে দুটি পলিটেকনিক (Polytechnic), দেশে সরকার পরিচালিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (Industrial Training Institute / ITI) (আসন সংরক্ষিত) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগসুবিধা দিচ্ছে। কারিগরদের প্রশিক্ষণ সম্বন্ধীয় কার্যক্রম বা ক্রাফটস্‌মেন ট্রেনিং প্রোগ্রামের (Craftsmen Training Programme) অধীনে শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও প্রায় ২০০টি বেসরকারি সংগঠনের বধিরদের জন্য বিদ্যালয় রয়েছে, যেখানে প্রাথমিক ধাপ থেকে বৃত্তিমূলক পড়াশুনো করানো হয়।

কিছু বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যন্ত্রপাতির ধাবক (Washer) বা অন্তরক (Spacer) তৈরি করার কাজের ক্ষেত্রে 'কর্মকালীন প্রশিক্ষণ'-এর সুযোগ দেয়। গণনা, রেখাচিত্র পাঠ ও বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি নকশার অর্থ বোঝার মত বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত কাজ করার জন্য যাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ কিন্তু একঘেয়ে কাজ যারা ভালোই করতে পারে তাদের পক্ষে এই ধরনের প্রশিক্ষণ নেওয়া ভালো। চর্চার মাধ্যমে অনেক শ্রবণ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কাজে দরকারি গতি এসে যায় এবং একই রকম কাজ তাঁরা দ্রুতবেগে, নির্ভুলভাবে ও যথাযথভাবে করেন।

৩.৩.৩ যোগ্যতাসম্পন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষক পাওয়া (Availability of Qualified Vocational Instructers)

এখনও পর্যন্ত শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের জন্য কোন কারিগরি/বৃত্তিগত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। কাজেই কারিগরী / বৃত্তিমূলক শিক্ষক সংখ্যার স্বল্পতা বর্তমান সব প্রতিষ্ঠানের কাছেই সাধারণ ঘটনা। বর্তমানে বৃত্তিমূলক শিক্ষকদের জন্য অভিজ্ঞতাই যোগ্যতার মাপকাঠি।

৩.৩.৪ কী কী পাঠ্যক্রম রয়েছে (Available Courses)

বর্তমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির দ্বারা পরিচালিত অনেক পাঠ্যক্রম আর যুগোপযোগী নেই। তারা প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে তাল মেলাতে পারছে না। অনেক ক্ষেত্রে, যোগাযোগের যে প্রকারে ও মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে তা পূর্বতন শিক্ষার মাধ্যম ও পদ্ধতি এবং প্রশিক্ষণাধীন ব্যক্তিদের যোগাযোগের মাধ্যমের থেকে আলাদা।

৩.৩.৫ বর্তমান মনোভাব (Existing Attitudes)

- সঠিক নির্দেশের অভাবে শ্রবণ-প্রতিবন্ধীরা জীবনবেগ বা কেরিয়ার (Career) সম্পর্কে অবান্তর ধরনের উচ্চাশা পোষণ করেন।
- শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের মধ্যে যাঁরা বেশি সক্ষম তাঁদের শিল্প ও বাণিজ্যে উৎপাদনের কাজ সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব আছে।

- শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের অধিকাংশ স্বনিয়োগের Self empolyment) প্রতি নেতিবাচক মনোভাব রাখেন।
- অনেক নিয়োগকর্তারা এখনও শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের সামর্থ্যকে খাটো করে দেখেন ও সেইজন্য বেশির ভাগ শ্রবণ-প্রতিবন্ধীরা আংশিক বেকার হয়। শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের তাঁদের শারীরিক সামর্থ্য ও অন্য পেশাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁদের সর্বোচ্চ দক্ষতা কাজে লাগানোর মত উপযুক্ত কাজ দেওয়া হয় না।
- শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের যে আলাদা আলাদা ব্যক্তিসত্তা রয়েছে তা ভুলে গিয়ে অনেকেরই তাদের সাধারণভাবে একশ্রেণিভুক্ত করে দেওয়ার প্রবণতা থাকে।

৩.৩.৬ কর্মসংস্থান (Employment)

জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির ফলে কাজের সুযোগ ও কর্মসন্ধানী মানুষের সংখ্যার মধ্যে একটা চওড়া দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। এদিকেও নজর দেওয়া দরকার যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বার হয়ে কাজের বাজারে ঢুঁ মারতে থাকা আনকোরা নতুনদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। সুতরাং, আমাদের দেশে শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের বেকারত্বের সমস্যা বছরের পর বছর ধরে ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। দেখা যাচ্ছে যে সংরক্ষিত পদগুলি পুরোপুরিভাবে সদ্ব্যবহার হচ্ছে না কারণ প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাবে শ্রবণ-অক্ষম ছাত্রছাত্রীরা প্রবেশাধিকার পাচ্ছে না।

কেবলমাত্র সংগঠিত খাতে এত বেশি সংখ্যক কর্মসন্ধানীদের সচেতন নিয়োগ সম্ভবপর নয়। যারা নাম লিখিয়েছে তাদের একটা সামান্য অংশ কর্মনিয়োগ কেন্দ্র (employment exchange) থেকে সবেতন চাকুরি পেয়েছে।

শ্রবণ-প্রতিবন্ধীরা কেরানি, যন্ত্রবিদ, কেশসজ্জাকারী (hairdresser), বিউটিশিয়ান, অক্ষর-যোজক (compositor), মুদ্রাকর, টি ভি সারাইওয়ালা, মুদ্রাক্ষরিক (typist), পরীক্ষাগারে সহকারী (laboratory assistant), শিক্ষকের সহকারী, দর্জি ও ফেব্রিকেটর (fabricator) হিসাবে কাজ পেয়েছেন।

যে শ্রবণ-প্রতিবন্ধীরা সমন্বিত প্রেক্ষাপটে স্কুলে ও কলেজে পড়াশুনা করেছেন তাঁরা অন্যদের চেয়ে ভালো চাকরি পেয়েছেন। আবার, যাঁরা আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে পড়াশুনা করেছেন তাঁরা ইংরেজি মাধ্যমে যাঁরা শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের থেকে কম সুযোগ পান।

যে শ্রবণ-প্রতিবন্ধীরা ব্যাংকে চাকরি করেন তাঁদেরকে **তাঁদের সামর্থ্যের উপযুক্ত কাজ সর্বোচ্চ দক্ষতা সহকারে করতে হয় না।**

৩.৩.৭ শিক্ষা (Education)

- শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার দায়কে প্রধানত শিক্ষাগত ত্রুটির উপরেই দেওয়া হবে।
- আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা একজন শ্রবণ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষেত্রে বৃত্তিগত ব্যবহারের জন্য বুদ্ধির গঠনমূলক বিকাশ ঘটানোর সুযোগ দিতে ব্যর্থ।

- গড়পড়তা প্রাপ্তবয়স্ক শ্রবণ-প্রতিবন্ধীরা মোটামুটিভাবে কম শিক্ষিত। শেখার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তরুণ শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের এ বিষয়ে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয় না।
- অনেক শ্রবণ-প্রতিবন্ধীরা ছাত্র হিসাবে স্কুলে পড়ার পরেও কোনো কাজের যোগ্যতা অর্জন করেন না কারণ প্রাথমিক পাটীগণিতে তাঁদের দক্ষতার অভাব থাকে এবং যোগাযোগের মাধ্যমে হিসাবে লিখিত বা কথ্য ভাষার উপর তাঁদের দখল কম।
- এদের কাজের প্রতি ও কাজের অনিবার্য ফলস্বরূপ যে শৃঙ্খলা আসে তার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে।
- কোনো বিশেষ কাজের জন্য নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রায়শই রাখা হয় না।

  সমবায়িক (cooperative) সুরক্ষিত কর্মশালা/চাকরির মত বিকল্প মুম্বইয়ের NASEOH এবং চেন্নাইয়ের লিটল ফ্লাওয়ার কনভেন্টের মত কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে রয়েছে যারা কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর চাকরি দেয়।

৩.৪ বৃত্তিমূলক নির্দেশ (Vocational Guidance)

একজন ব্যক্তির প্রবণতা, আগ্রহ ও পাশাপাশি চাকরির সুযোগের উপর ভিত্তি করে তার কেরিয়ার বা জীবনবেগের বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে নির্বাচন করার সমস্যার সমাধানে সহায়তা করার পদ্ধতিকে বৃত্তিমূলক নির্দেশ বলা হয়। এই পদ্ধতির অন্তর্গত হল—

- সাক্ষাৎকার
- তার পাণ্ডিত্য ও চিকিৎসাবিষয়ক নথিগুলি ছাড়াও অন্যান্য নথিগুলি পরীক্ষা করা।
- বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে তার আগ্রহ, সামর্থ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্থির ধারণায় পৌঁছোনো।
- পারিবারিক পশ্চাদ্‌পট।
- তার শারীরিক ক্ষমতা ও পেশাগত চাহিদার বিশ্লেষণ।

শ্রবণ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিজেদের সামর্থ্য ও আগ্রহ সম্পর্কে বুঝতে, উপযুক্ত পেশা বেছে নিয়ে তাকে সেটার জন্য প্রস্তুত করতে, এবং সার্থক অগ্রগতির জন্য সেই পেশায় প্রবেশ করতে সহায়তা করার জন্য বর্তমানে প্রণালীবদ্ধ সুব্যবস্থিত বৃত্তিমূলক নির্দেশ পাওয়া যায় না।

৩.৫ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম (Vocational Training Programme)

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে সহায়তা করার একটি মাধ্যম এবং জীবনে সফলতা পাওয়ার জন্য জরুরি। স্কুল ছাড়ার পর শ্রবণ-প্রতিবন্ধীরা কাজ পান না। অনেক

শ্রবণ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ছাড়া কর্মসংস্থান করা ও সেই কাজে বহাল থাকা কার্যত খুব কঠিন। সঠিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কার্যক্রমে প্রশিক্ষণের স্থিতিকালে ব্যাপক সহায়তা ও তত্ত্বাবধান করা উচিত।

৩.৬ আজকের প্রয়োজন (Need Today)

- শিক্ষা নীতির পরিবর্তন করা যাতে বর্তমান কর্মজীবনের জন্য শ্রবণ-প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার কাজ পুরোপুরিভাবে করা যায়।
- সুব্যবস্থিত বৃত্তিমূলক নির্দেশ দেওয়া যার ফলে শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের সামর্থ্যের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা এবং কর্মপ্রাপ্তিতে সহায়তা করা।
- তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মৌলিক দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেওয়া।
- সমন্বিত প্রেক্ষাপটে বর্তমান শিক্ষকদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য RCI অনুমোদিত প্রশিক্ষণের পাঠক্রমের পরিকল্পনা করা।
- শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের জন্য কারিগরি/বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করা যাতে শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের সাথে শিক্ষকেরা প্রশিক্ষণের ফলে কার্যকরীভাবে যোগাযোগ করতে পারেন।
- প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের জন্য অর্থ, জনশক্তি ও সর্বাধুনিক সহায়ক যন্ত্রপাতি বা কৌশলের সাহায্যে বর্তমান বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি ভিত্তি দৃঢ় করা। অঙ্কন ও হাতের কাজ, ব্লক তৈরী করা, স্ক্রিন প্রিন্টিং (screen printing), মনোহারী দ্রব্য তৈরি, ফোটোকপি বা জেরক্স করার মত কাজের প্রশিক্ষণ নেওয়ার সাধারণ প্রবণতাকে শিল্প-সম্বন্ধীয় প্রশিক্ষণের কাজের দিকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

৩.৭ প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম (Suggested Courses)

বাস্তবে শ্রবণ-প্রতিবন্ধীদের সব ধরনের কাজে নিয়োগ করা যয়। প্রথমত এটা ধরে নেওয়া ভাল যে একজন শ্রবণ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে কোনো কাজ করতে পারে (যার জন্য সে প্রশিক্ষিত ও যোগ্যতাসম্পন্ন) যাতে ভাল শ্রবণ ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। এখনকার প্রবণতা হল তাদেরকে শিখতে ও পারিপার্শ্বিক বা সম্প্রদায়ে (CBR-এর মাধ্যমে) যে কাজগুলি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি নিতে উৎসাহ দেওয়া, যাতে তারা সেখানে পরিবারের সাথে বা পরিবারের কাছাকাছি থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে অথবা শিখে নেওয়ার পরে পারিবারিক পেশা / ব্যবসায় যোগ দিতে পারে, যেমন উপকূলবর্তী এলাকায় মাছ ধরা।

যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রবণ-প্রতিবন্ধীরা নিম্নের তালিকাভুক্ত যন্ত্রবিজ্ঞান (engineering), যন্ত্রবিজ্ঞানের সাথে সম্বন্ধবিহীন এবং যোগ্যতাভিত্তিক বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন। যে বৃত্তিগুলির তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি ভোপালের পণ্ডিত সুন্দরলাল শর্মা সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর ভোকেশনাল এডুকেশন (PSSCIVE) এবং নয়াদিল্লির DGE & T কর্তৃক স্বীকৃত ও অভিন্ন।

৩.৮ যোগ্যতাভিত্তিক বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম (Competency Based Vocational Courses)

শ্রবণ-অক্ষম ব্যক্তিরা তাঁদের শিক্ষা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে নিম্নের তালিকাভুক্ত ব্যবসায়ে প্রশিক্ষিত হতে পারেন।

১. **কৃষি (Agriculture)**

১.১ শস্য উৎপাদন

১.২ উদ্যানপালন

১.৩ মৎস্যপালন

১.৪ খামারের কারিগর (Farm mechanic)

১.৫ পোল্ট্রি (Poultry)

১.৬ গুটিপোকার চাষ

১.৭ সবজির বীজ উৎপাদন

১.৮ ছাগল ও ভেড়া পালন

১.৯ মৎস্য বীজ উৎপাদন (Fish seed production)

১.১০ যন্ত্রপাতির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ

১.১১ গব্যশালা (Dairy)

২. **প্রকৌশল ও প্রযুক্তি (Engineering & Technology)**

২.১ শীতাতপনিয়ন্ত্রণ ও হিমায়ন (Refrigeration)

২.২ অটো ইঞ্জিনীয়ারিং

২.৩ ভবন রক্ষণাবেক্ষণ (Building maintenance)

২.৪ দেওয়াল ঘড়ি ও হাত ঘড়ি মেরামতির প্রযুক্তি

২.৫ কম্পিউটারের প্রয়োগকৌশল

২.৬ বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি (Electronics Technology)

২.৭ যন্ত্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত অঙ্কন ও খসড়াপ্রণয়ন

২.৮ লাইনম্যান

২.৯ তার-কারিগর (Wireman)

২.১০ গৃহে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি

২.১১ ছাপানো ও বই বাঁধানো প্রযুক্তিবিদ্যা

২.১২ রেডিও এবং টিভির মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ

২.১৩ বৈদ্যুতিক মোটরের মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ ও দম দেওয়া

২.১৪ ঝালাইকর (গ্যাস ও ইলেক্ট্রিক)

২.১৫ কারিগর (ডিজেল)

২.১৬ কারিগর (ট্রাক্টর)

২.১৭ কারিগর (পাম্প)

২.১৮ কারিগর (কৃষিবিষয়ক যন্ত্রপাতি)

২.১৯ কারিগর (মোটর গাড়ী)

২.২০ কারিগর (ইলেক্ট্রনিক্স্)

২.২১ জলের নল ও চৌবাচ্চার কাজের শ্রমিক (Plumber)

২.২২ রাজমিস্ত্রী

২.২৩ যন্ত্রাদির বিভিন্ন অংশ জোড়া দেওয়ার কাজ করার মিস্ত্রী (Fitter)

২.২৪ কুন্দকার (Turner)

২.২৫ যন্ত্রপাতি নির্মাণকারী (Mechanist)

২.২৬ বিদ্যুৎ মিস্ত্রী (Electrician)

২.২৭ যন্ত্রের কারিগর

২.২৮ তড়িৎলেপন (Electroplating)

২.২৯ নকশাকার (যান্ত্রিক)

২.৩০ নকশাকার (বাস্তু)

২.৩১ আপ্হোলস্টারী (Upholstery)

২.৩২ ধাতব পাতের কর্মী (Sheet metal worker)

২.৩৩ ছুতোর

২.৩৪ ফোটো টাইপ সেটার ও ডি.টি.পি. (DTP)

২.৩৫ প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারী (Pattern Maket)

৩. যন্ত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধবিহীন (Non-Engineering Courses)

৩.১ হাসপাতালে গৃহকর্ম

৩.২ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পরীক্ষাগার

৩.৩ চক্ষুরোগ সম্বন্ধীয় যন্ত্রবিদ (Opthalmic Technician)

৩.৪ রঞ্জনরশ্মি সম্বন্ধীয় যন্ত্রবিদ (X-ray Technician)

৩.৫ বেকারি টেকনিশয়ান (Bakery Technician)

৩.৬ বাণিজ্যিক পোশাক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতকরণ

৩.৭ খাদ্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ

৩.৮ অভ্যন্তরীণ নকশা (Interior)

৩.৯ ফেটোগ্রাফি

৩.১০ বাণিজ্যিক চিত্রাঙ্কন

৩.১১ রঙ-মিস্ত্রী (সাধারণ)

৩.১২ ব্যাংকিং

৩.১৩ কাটিং ও টেলরিং

৩.১৪ চিকনের কাজ ও সূচিকর্ম

৩.১৫ রেশম ও উলের বস্ত্র বয়ন

৩.১৬ জুতা নির্মাণ

৩.১৭ চর্মজ দ্রব্যাদি প্রস্তুতকরণ

৩.১৮ পোশাক তৈরী

৩.১৯ বুনানির কাজ (knitting)

৩.২০ বিরঞ্জন (bleaching), রঞ্জন (dyeing) ও কার্পাস বস্ত্র ছাপানো (calico printing)

৩.২১ চুল ও চামড়ার যত্ন

৩.২২ বিউটিশিয়ান (Beautician)

৩.৯ অক্ষমদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ-সাধারণ নির্দেশিকা (Vocational Training for the Disabled General guideline)

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ হল একজন অক্ষম ব্যক্তিকে চাকরির ক্ষেত্রে স্থিতিলাভে সহায়তা করার একটি উপায়। এটি অন্তিম লক্ষ্য নয়, কিন্তু অন্তিমে পৌঁছোনোর একটি মাধ্যম, কারণ অন্তিম লক্ষ্য হল উপযুক্ত কাজ পাওয়া।

৩.৯.১ প্রশিক্ষণের মূল নীতি (Basic Principles of Training)

(ক) যদি একজন অক্ষম ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ ছাড়াই উপযুক্ত চাকরি দেওয়া যায়, তাহলে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কোনো প্রয়োজন নেই।

(খ) সক্ষমদেহী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যে নীতি, উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় অক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ও শিক্ষার গণ্ডি না ছাড়িয়ে গিয়ে তা যতদূর পর্যন্ত অনুসরণ করা সম্ভব সেটা করতে হবে।

(গ) যদি অক্ষম ব্যক্তিটির পক্ষে সক্ষম কর্মীদের সাথে একই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে স্বাভাবিকভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব বলে মনে হয়, তবে তা না হওয়া পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে।

(ঘ) অক্ষম ব্যক্তিদের সক্ষম ব্যক্তিদের সাথে যথাসম্ভব একই ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

(ঙ) যে অক্ষম ব্যক্তিরা তাঁদের অক্ষমতার প্রকৃতির দরুন সক্ষম ব্যক্তিদের সাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন না তাঁদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা উচিত।

(চ) যে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে বা তার অনুরূপ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান না হলে প্রশিক্ষণের কোনো মূল্য নেই।

৩.৯.২ যেগুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে সেই পেশার নির্বাচন (Selection of Occupations in which training is to by provided)

প্রশিক্ষণের পরবর্তী অধ্যায় অবশ্যই হওয়া উচিত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কাজ, আর তাই, বৃত্তি নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

(ক) সেই বৃত্তিগুলিই নির্বাচন করা উচিত যেগুলি দেশের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে উপযুক্ত এবং যাতে চাকরির সুযোগ বর্তমান, অর্থাৎ দক্ষতামূলক পেশার ক্ষেত্রে দেশের যা প্রয়োজন তার সাথে এর সম্বন্ধ থাকবে।

(খ) যে দেশ মূলত গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সেখানে কৃষিভিত্তিক পেশায় প্রশিক্ষণ দেওয়া অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচিত হবে।

(গ) এমন বৃত্তি থাকতে পারে যেখানে প্রশিক্ষণের সুবিধা অক্ষমদের মধ্যে থাকাই কাম্য।

(ঘ) যে পেশাগুলিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে সেগুলিকে অবিরত পরিদর্শন করতে হবে।

(ঙ) মুক্ত কর্মসংস্থান (open employment), স্বনিয়োগ (self employment), সমবায়িক (cooperative) কর্মসংস্থান বা সুরক্ষিত কর্মসংস্থানের (sheltered employment) জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে।

৩.৬ কর্মসংস্থানের প্রকারভেদ (Types of employment)

- মুক্ত কর্মসংস্থান (Open employment) হল মুক্ত পরিবেশে সংগঠিত বিভাগে কর্মসংস্থান যেখানে অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিতে চাকরি পাওয়ার জন্য তাঁর সক্ষম-দেহী প্রতিরূপদের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হয়।
- সুরক্ষিত কর্মসংস্থান (Sheltered employment) মূলত সেই ব্যক্তিদের জন্য যাঁদের কর্মে অক্ষমতা/নানাজাতীয় অক্ষমতা রয়েছে এবং যাঁরা মুক্ত কর্মসংস্থানের পরিবেশ/ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন না। সুরক্ষিত কর্মসংস্থানের কাজের রূপান্তর ঘটিয়ে তা সরল করা হয় যাতে অক্ষম ব্যক্তিটির পক্ষে সেটা করা সম্ভবপর হয়। এক্ষেত্রে যে বৃত্তিগুলিকে অধিকতর পছন্দ করা হয় তা সরল ধরনের এবং পুনরাবৃত্তিমূলক হয়।
- স্বনিয়োগ (Self employment) : এই প্রতিযোগিতার যুগে স্বনিয়োগ জীবনধারনের পাথেয় জোগাড় করার একমাত্র সম্ভাব্য উপায়। এটি অক্ষমতাযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আরো বেশি করেই সত্য। সফল স্বনিয়োগের ক্ষেত্রে সেই বৃত্তিগুলিকে সনাক্ত করা উচিত যেগুলি সবচেয়ে কম বিনিয়োগ করেও বিপণনযোগ্য। এই ঝুঁকিকে সফল করতে গেলে অক্ষম ব্যক্তিটির শিল্প-উদ্যোক্তা হিসাবে দক্ষতা থাকা চাই।

৩.৯.৩ প্রশিক্ষণের কৌশল ও পদ্ধতি (Techniquies and Methods of Training)

(ক) যথাসম্ভব বাণিজ্যিক শ্রমশিল্পের সাথে মিল রেখে দক্ষ ব্যাবসাদারী রীতিতে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সঠিক শৃঙ্খলা বজায় রাখাও দরকার।

(খ) প্রশিক্ষণের নির্ঘণ্ট সাধারণ কর্মদিবস অনুযায়ী হবে।

(গ) প্রত্যেক বৃত্তির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম সম্পর্কে নিয়োগকর্তাদের ও কর্মীপ্রতিনিধিদের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করে নিতে হবে, কারণ কাজের ধরন, দক্ষতা, জ্ঞান ও নিরাপত্তা নির্ধারক বিষয়গুলি সম্পর্কে যথাযথ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(ঘ) প্রত্যেক ধরনের প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রমের সাধারণ স্থিতিকাল শিল্পের দুই তরফের সাথেই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে পরামর্শ করে ঠিক করে নেওয়া উচিত, যথা—

১। দক্ষতার কোন্ ধাপে পৌঁছোতে হবে, এবং

২। উৎপাদনের কাজের জন্য কর্মীদের যথাসম্ভব শীঘ্র প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা।

(ঙ) যতটা সম্ভব ব্যাবহারিক অনুশীলনের উপর গুরুত্ব দিয়ে উৎপাদনের কাজের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।

(চ) প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের পরিস্থিতির উপর চোখ রেখে শিক্ষানবিশদের একজন করে ছোটো ছোটো দল করে অথবা শ্রেণি সংগঠন করে ভর্তি নিতে হবে। প্রত্যেক ধরনের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিল্পের দুই তরফকে এ সম্বন্ধে সহমত হতে হবে।

(ছ) যেটা পাঠ্যক্রমের সময়সূচির মধ্যে দেওয়া যাবে না এরকম কোন তাত্ত্বিক বা সহায়ক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হলে তার জন্য সন্তোষজনক আয়োজন করা উচিত।

(জ) শিক্ষানবিশদের যথেষ্ট তত্ত্বাবধান করা দরকার।

(ঝ) অন্ধ, মানসিক প্রতিবন্ধী ও বধিরদের মত কিছু বিশেষ অক্ষমতা যুক্ত শ্রেণির জন্য বিশেষ পদ্ধতি ও কৌশলের প্রয়োগ করা দরকার।

(ঞ) প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বিষয়ক তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৩.৯.৪ কর্মের সাথে কর্মীকে মেলানো (Matching the worker with the job)

অক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কিছু মূল নীতি রক্ষা করতে হয়, যেমন—

(ক) প্রয়োজন অনুযায়ী ও সাধ্যমত কিছু পরিবর্তন করার পর কাজটি করার জন্য যে দৈহিক সামর্থ্য চাওয়া হবে তা অক্ষম ব্যক্তিটির থাকতে হবে।

(খ) অক্ষম ব্যক্তিকে এমন পদে বসাতে হবে যাতে সে তার অবশিষ্ট সামর্থ্য, অর্থাৎ বুদ্ধি, শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব, যোগ্যতা ও দক্ষতা ইত্যাদির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে এবং এটাই হবে লক্ষ্য।

(গ) অক্ষম ব্যক্তিকে নিজের কারণে বিপদগ্রস্ত হতে দেওয়া যাবে না।

(ঘ) অক্ষম ব্যক্তিটি অন্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবেন না।

(ঙ) যে কোনো বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনের কার্যক্রমের শেষে কর্মসংস্থানই হবে যৌক্তিক সমাপ্তি।

(চ) কাজটির জায়গা, কাজের শর্ত ও পরিবেশ কাজটির মতই গুরুত্বপূর্ণ।

(ছ) কাজের সময় অক্ষম ব্যক্তিদের পৃথিকীকরণ যথাসম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে।

(জ) সহানুভূতি নয়, যোগ্যতাই হওয়া উচিত কর্মপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিবেচ্য।

(ঝ) চিকিৎসাবিদ্যার নীতি অনুযায়ী চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যগুলি গোপনীয় বলে বিবেচিত হবে, এবং নিয়োগকর্তাকে কোন সীমাবদ্ধতা বা কর্মক্ষমতা ও যে ঝুঁকিগুলি এড়াতে হবে শুধুমাত্র সেগুলি সম্পর্কে সরল ভাষায় বলে দিতে হবে।

৩.৯.৫ অক্ষমদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বাধা (Possible obstactes in the way of placing the disabled)

অক্ষমদের জন্য চাকরির সুযোগ যে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত করা সম্ভব তা নানা দেশে নানারকম। কিন্তু সম্ভাব্য সত্য এটাই যে অনেক দেশকে এখনো নিম্নলিখিত সমস্ত বা কিছু বাধা কাটিয়ে উঠতে হবে :

(ক) সম্প্রদায়ের মনোভাব;

(খ) দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি;

(গ) নিয়োগকর্তাদের বিরোধিতা;

(ঘ) ট্রেড ইউনিয়নগুলির মনোভাব;

(ঙ) অক্ষম ব্যক্তিদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারের মনোভাব।

৩.৯.৬ নিয়োগকর্তাদের আশঙ্কা (Employer's apprehensions)

বর্জনের কারণগুলি হল (Reasons for exclusion)

(১) সামর্থ্য ও উৎপাদনশীলতা

- অক্ষম ব্যক্তিরা যথাযথ মানসম্পন্ন (standard) সরঞ্জাম ব্যবহার করতে বা ফলপ্রদভাবে কাজে লাগাতে পারবেন না।
- তাঁদের কিছু বিশেষ সুবিধা দরকার, এবং সেজন্য টাকা চাই।
- জন পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁরা কাজে আসতে পারবেন না।
- অক্ষম কর্মীর দ্বারা উৎপাদন যথেষ্ট হবে না।
- তাঁরা যথেষ্ট ভ্রাম্যমাণ হবেন না।

(২) স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

- অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কাজের পরিবেশটা খুবই বিপজ্জনক, এবং এতে তাঁদের প্রতিবন্ধকতা আরো খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে।
- তাঁরা প্রায়শই নির্ভরযোগ্য হবেন না ও অসুস্থতার জন্য কাজ করতে পারবেন না; অগ্নিদুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে।

(৩) কোম্পানির ভাবমূর্তি

- কোম্পানির গ্রহকরা অক্ষম ব্যক্তিদের দিয়ে কাজ করাতে অস্বস্তিবোধ করবেন।
- অক্ষম ব্যক্তিরা প্রায়শই খুব মেজাজি হন।

(৪) বিপণন কক্ষের উপর প্রভাব

- অক্ষম কর্মীরা বাকি কর্মীবর্গের সাথে খাপখাওয়াতে পারবেন না, ও যোগাযোগের সমস্যা ঘটবে।
- পরিচালকবর্গ তাঁদেরকে সামাল দিতে পারবেন না।
- যদি তাঁদের কাজের রেকর্ড ভালো না হয়, তা হলে এটা পরিচালকবর্গের বা কর্মচারীদের সমস্যা সৃষ্টি করবে।

যে গুরুত্বপূর্ণ নীতিটির এখানে প্রতিষ্ঠা করা দরকার তা হল অন্য যে কারোর মত অক্ষম ব্যক্তিরাও ব্যক্তিত্ব, মেজাজ, শক্তি ও দুর্বলতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা মানুষ।

৩.৯.৭ অক্ষম মানুষদের কর্মনিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা কাটিয়ে ওঠা (Overcoming the obstacles to employment for disabled people)

অনেক দেশেই বেশি মাত্রায় বেকারত্বের পিছনে আছে কাজের জন্য বহুল মাত্রায় প্রতিযোগিতা। কর্মসন্ধানী অক্ষম ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত বাড়তি সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয় :

(ক) অক্ষম ব্যক্তিদের প্রায়শই শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক দক্ষতার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে দেওয়া হয় না।

(খ) অনেক নিয়োগকর্তারা অক্ষম ব্যক্তিদের তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী না দেখে শুধু তাঁদের অক্ষমতাগুলিই ঠাহর করে দেখেন। এমনকি কাজ করতে গিয়ে আহত হলেও কর্মীরা সুরক্ষা পান না এবং তাঁদের চাকরি চলে যেতে পারে।

(গ) অক্ষম ব্যক্তিরা তাঁদের কাজে যাওয়ার পথে ও কাজে পৌঁছে বাস্তবিক বাধার সম্মুখীন হন। বাজে নগর পরিকল্পনা ও বাস্তু পরিকল্পনার জন্যই এমনটা হয়ে থাকে।

(ঘ) অক্ষম ব্যক্তিদের কাজ করার অধিকার বা লোকসমাজের সদস্য হিসাবে তাঁদের অধিকার আইনী কাঠামোর সাহায্যে সুরক্ষিত নয়। স্বনিয়োগ (Self employment) একটি বিকল্প হলেও এর সুযোগ শুধুমাত্র পূর্বকথিত বিষয়গুলির কারণেই সীমিত নয়, তাছাড়াও তাঁদের নিজেদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার মত অনেক অক্ষম কর্মীদের আর্থিক অবস্থা না থাকাটা একটা বড় কারণ।

এই বাধাগুলি সম্পর্কে এবং যে উপায়ে মালিক সংগঠনগুলি তা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে সেই সম্বন্ধে নীচের বিভাগে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল।

৩.৯.৮ মালিক সংগঠনের ভূমিকা (Role of Employer's Organization)

(১) অন্য কর্মীদের সাথে একই মঞ্চ থেকে যাতে অক্ষম ব্যক্তিদের উপযুক্ত চাকরি ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অগ্রগতি হয় তার জন্য মালিক সংগঠনকে নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

(২) মালিক সংগঠনকে অক্ষম ব্যক্তিদের ও তাঁদের সংগঠনের সাথে মিলে সংগঠন সম্পর্কে ও বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনের পরিসেবা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণে অবদান রাখতে হবে ও পাশাপাশি এই ক্ষেত্রে গবেষণা ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাব আনতে হবে।

(৩) যখনই সম্ভব ও যথাযথ বোধ হবে, মালিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা কর্মীসংগঠন ও অক্ষম ব্যক্তিদের সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে মিলে নীতি ও প্রযুক্তিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন পর্ষদ ও সমিতির এবং অক্ষম ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সদস্যপদ গ্রহণ করবেন; এবং তাঁদের কাজ হবে যাতে বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনের কার্যক্রমগুলি বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী হয় তা সুনিশ্চিত করা।

(৪) যখনই সম্ভব ও যথাযথ বোধ হবে, নিয়োগকর্তারা অন্য অক্ষম ব্যক্তিদের চাকরি দেবার জন্য ও তাঁদের কাছে চাকরিরত অক্ষম ব্যক্তিদের কাজের পুনর্বিভাগের ও বৃত্তিমূলক পুনর্বাসনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য যথোপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সাথে সহযোগিতা করবেন।

(৫) যখনই সম্ভব ও যথাযথ বোধ হবে, মালিক সংগঠনগুলিকে যে যে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে তা হল ঃ—

- অক্ষম ব্যক্তিদের দেওয়া যেতে পারে এরূপ বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন পরিসেবা সম্পর্কে তাঁদের সদস্যদের উপদেশদান।
- সেই প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সহযোগিতা করা যারা সক্রিয় কর্মজীবনে অক্ষম ব্যক্তিদের পুনর্সমন্বয়ের জন্য কাজ করে, যেমন, অক্ষম ব্যক্তিদের কাজের কী কী শর্ত ও চাহিদা পূরণ করতে হবে সে সম্পর্কে তারা তথ্য দেয়।
- উৎপাদন রীতির পুনর্গঠনের ফলে যে অভিঘাতের সৃষ্টি হবে তা বিবেচনা করে দেখতে তাঁদের সদস্যদের উপদেশদান এবং এও দেখা যে অবহেলাবশত অক্ষম ব্যক্তিদের চাকরি না চলে যায়।

৩.১০ এককের সারাংশ (Unit Summary)

বেকারত্ব অপ্রতিবন্ধী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেও ব্যাপ্ত, কাজেই শ্রবণ-প্রতিবন্ধীর মনোভাব স্বনিয়োগের সপক্ষে আনার জন্য ও অন্য প্রকারে সমর্থ যুবকদের প্রেরণা দেবার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, কারণ এটি বেকারত্বের মত আর্থসামাজিক সমস্যার সাথে বোঝার ক্ষেত্রে প্রাক্ পূরণীয়।

উদ্যোগী শ্রবণ-প্রতিবন্ধী তরুণ তরুণীদের জন্য ক্ষুদ্র শিল্পগুলি প্রায় সীমাহীন সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। দেশের মোট শিল্পোৎপাদনের ৫০ শতাংশের বেশি ভার নেয় বর্তমানের ক্ষুদ্র শিল্প বিভাগ, এখানে টিভি সেট, বৈদ্যুতিন দ্রব্য, সেক্টর (sectors), মোপেড (mopeds) ও মোটর চালিত যানের যন্ত্রাংশের মত উন্নত ও পরিশীলিত দ্রব্যসকল এবং নানারকম যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক, বৈদ্যুতিন ও রাসায়নিক দ্রব্য ও নানাজাতীয় ভোগ্যপণ্য উৎপন্ন হয়।

কাজেই,

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রণালীবদ্ধ বৃত্তিমূলক নির্দেশ দিতে হবে।
- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের পূর্ববর্তী সময়ে অভিজ্ঞতার পরিধিকে বিস্তৃত করতে হবে, ও কাজে সাফল্য অর্জনের জন্য তা অবশ্যই ভালো কাজ, অভ্যাস ও মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।
- প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন সমাজ কর্মী থাকবেন যিনি যারা স্কুল ছাড়ছে তাদেরকে সন্তোষজনক চাকরি ও অনুসারী কার্য খুঁজে নিতে সাহায্য করবেন।

উচ্চশিক্ষাবিশিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতাকে অন্তঃস্থ করতে সাহায্য করে। বর্তমান বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে শিল্পের বর্তমান চিত্র ও চাকরির জগতে কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা মনে রেখে তথ্যপ্রযুক্তি সম্বন্ধীয় পাঠ্যক্রমগুলি পড়াতে হবে।

৩.১১ অগ্রগতির মূল্যায়ন (Check your progress)

(১) শ্রবণ-অক্ষমদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ যেখানে যেখানে দেওয়া হয় সেই কেন্দ্রগুলির তালিকা প্রস্তুত করুন। শ্রবণ-অক্ষমদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতে হয় তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

(২) আপনারা অঞ্চলের ভৌগোলিক ও অন্যান্য পরিস্থিতি এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুলভতা বা দুর্লভতার কথা মনে রেখে আপনার অঞ্চলের বা কাছে পিঠের অঞ্চলের শ্রবণ-অক্ষমদের জন্য ১.৭ নং অংশ থেকে উপযুক্ত পাঠ্যক্রম নির্বাচন করুন। আপনার নির্বাচনের পিছনে যুক্তি দিন।

৩.১২ বাড়ির কাজ (Assignment)

শ্রবণ-অক্ষমদের চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তারা যে আশঙ্কা অনুভব করেন ও যা যা সমস্যার সম্মুখীন হন তা বর্ণনা করুন এবং আপনি কীভাবে তাঁদের ভয় দূর করার চেষ্টা করবেন ও শ্রবণ-অক্ষমদের কাজের স্রোতে মিশে যেতে সাহায্য করবেন সে সম্পর্কে জানান।

৩.১৩ আলোচ্য বিষয় ও তার পরিস্ফুটন (Points for Discussion & Clarification)

এই এককটি সম্পূর্ণরূপে পড়ার পর আপনি কিছু বিষয় সম্পর্কে আরো আলোচনা করতে বা স্পষ্টতর ধারণা রাখতে চাইতে পারেন।

আলোচনার সূত্র (Points for Discussion)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ব্যাখ্যার সূত্র (Points for Clarification)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

৩.১৪ উৎস (Reference)

১. Perspectives in disability are habilitation : R. S. Pandey, Lal Adavani, 1995.– Vikas Publishing House Pvt. Ltd. New Delhi 110014.

২. Rehabilitation of the Physically Handicapped : Lakshman Prasad, 1994. – Konark Publishers Pvt. Ltd. Delhi 110092.

৩. Vocationalizing Education : An International Perspective. Vol. 6 – Edited by Jon Lauglo & Kevin Lillis, 1988 : Pergamon Press, Oxford.

একক - ৪ ঃ শ্রবণ-অক্ষমতা ও তৎসম্বন্ধীয় গৌণ অক্ষমতা (Hearing Impairment and Associated Secondary Disabilities)

গঠন

৪.১ ভূমিকা

৪.২ উদ্দেশ্য

৪.৩ কিছু গৌণ অক্ষমতাযুক্ত শ্রবণ-অক্ষম শিশু

৪.৪ শ্রবণ-অক্ষমতার পাশাপাশি মানসিক প্রতিবন্ধকতা

- ৪.৪.১ নির্দেশ ও পরামর্শদানের প্রকৃতি
- ৪.৪.২ পরামর্শদানের বিশেষ লক্ষ্য
- ৪.৪.৩ চিকিৎসা এবং পড়ানোর কৌশল
- ৪.৪.৪ মনস্তাত্ত্বিক ঔষধবিদ্যার মধ্যবর্তিতা (Psycho Pharmacological Intervention)
- ৪.৪.৫ উৎস

৪.৫ শ্রবণ-অক্ষমতার পাশাপাশি অন্ধত্ব/ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি

- ৪.৫.১ শ্রবণ-অক্ষমতার অন্ধত্বের সংজ্ঞা ও বর্ণনা
- ৪.৫.২ শ্রবণ-অক্ষমতাযুক্ত অন্ধত্বের কারণ
- ৪.৫.৩ বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য
- ৪.৫.৪ পড়ানোর কৌশল
- ৪.৫.৫ আসার সিন্‌ড্রোম (Usher syndrome)
- ৪.৫.৬ পুনর্বাসনের সম্ভাবনা
- ৪.৫.৭ উৎস

৪.৬ শ্রবণ-অক্ষমতার পাশাপাশি অটিজম (Autism)

- ৪.৬.১ অটিজম কাকে বলে?
- ৪.৬.২ অটিজমের স্পেক্‌ট্রাম (spectrum)
- ৪.৬.৩ অটিজমের কারণ
- ৪.৬.৪ অটিজমের নির্ণয়
- ৪.৬.৫ অটিজমের বৈশিষ্ট্য

৪.৬.৬ অটিজমের ক্ষেত্রে কিভাবে পড়ানো আরম্ভ করতে হবে

৪.৬.৭ অটিজমের আরোগ্য-সম্ভাবনা

৪.৬.৮ শ্রবণ-অক্ষমতার পাশাপাশি অজিটম

৪.৬.৯ উৎস

৪.৭ শ্রবণ-অক্ষমতার পাশাপাশি মস্তিষ্কে পক্ষাঘাত (Ceretral Palsy)

৪.৭.১ সংজ্ঞা

৪.৭.২ কারণ নির্দেশ (Etiology)

৪.৭.৩ বৈশিষ্ট্য

৪.৭.৪ তাৎপর্য

৪.৭.৫ মধ্যবর্তিতা / পড়ানোর কৌশল

৪.৭.৬ মনস্তাত্ত্বিক মধ্যস্থতা

৪.৭.৭ পড়ানোর কৌশল

৪.৭.৮ উৎস

৪.৮ শ্রবণ-অক্ষমতার পাশাপাশি শেখার অক্ষমতা

৪.৮.১ শেখার অক্ষমতার সাধারণ সংজ্ঞা/বর্ণনা

৪.৮.২ বৈশিষ্ট্য

৪.৮.৩ শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের মধ্যে শেখার অক্ষমতা সম্বন্ধে সমীক্ষা

৪.৮.৪ কারণ

৪.৮.৫ মাধ্যম দ্বারা (Inter-modal) ঐক্যসাধনের সমস্যা

৪.৮.৬ পূরক ক্রিয়াগুলি (Compensatory functions) চালু করে দিয়ে চিকিৎসা

৪.৮.৭ উপসংহার

৪.৮.৮ উৎস

৪.৯ বাড়ির কাজ (Assignment) / অনুশীলনী

৪.১০ উৎস

(এই এককের শেষে সংযোজনী ১, ২ ও ৩-এ যা দেওয়া রয়েছে তা হল শ্রবণ-অক্ষম ও অন্ধ-শিশুর জন্য বর্ণমালার অক্ষর/বানান লিখবার পদ্ধতি— এই এককের ১.৫-এর অংশ)

৪.১ সূচনা (Introduction)

ভারতবর্ষের বর্তমান পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রযুক্তির কারণে একাধিক অক্ষমতাযুক্ত শিশুদের ঘটনার নজির বাড়ছে। শ্রবণ-অক্ষম (অন্য ক্ষেত্রে স্বাভাবিক) শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল জীবনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের ভিত্তি হিসাবে বাচনিক যোগাযোগ দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করা। এই কাজটি করা খুব জটিল ও কঠিন। এর জন্য শিক্ষককে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে এবং নিজের বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যাবসায়কে কাজে লাগাতে হবে। একই সাথে বাবা-মায়ের অবিরাম সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। এর উপর যদি শ্রবণ-অক্ষম শিশুটির এক বা একাধিক অতিরিক্ত অক্ষমতা থাকে তাহলে সেই কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আন্দাজ করা যেতে পারে।

বলা হয়ে থাকে যে ৪ বা ৫টি শ্রবণ-অক্ষম শিশুর মধ্যে একজনের সহ-সম্বন্ধীয় অক্ষমতা পাওয়া যায়। যে সমস্ত শ্রবণ-অক্ষম শিশুরা অতিরিক্ত প্রতিবন্ধকতার শিকার তারা মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত; তাদের ভাষার বিশৃঙ্খলা, স্নায়ুর বিশৃঙ্খলা (C.P./Cerebral Palsy), মানসিক অসম্পূর্ণতা, দৃষ্টিশক্তির বিশৃঙ্খলা ও মানসিক সমস্যা ইত্যাদি রয়েছে। কাজেই, সহ-সম্বন্ধীয় অক্ষমতাযুক্ত শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের পড়ানো ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ বাবা-মায়েদেরকে/শিক্ষকদেরকে কঠিন লড়াইয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সহ-সম্বন্ধীয় অক্ষমতাযুক্ত এই শ্রেণীর শিশুদের প্রয়োজন বড়ই জটিল, কাজেই শিক্ষককে প্রথমত সেই নির্দিষ্ট অক্ষমতা ও সংশ্লিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে, এবং তারপর তাঁকে এইসব শিশুদের সাথে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে হবে যাতে তিনি তাদের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাঁর কাজের ধারার পরিকল্পনাতেও নমনীয়তার জন্য যথেষ্ট জায়গা থাকতে হবে।

এই এককে শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের মধ্যে যে অতিরিক্ত অক্ষমতাগুলি সাধারণতঃ দেখা যায় সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত অথচ বোধগম্য তথ্য দেওয়া হয়েছে।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পড়বার পরে প্রশিক্ষণাধীন শিক্ষক সমর্থ হবেন ঃ

- প্রত্যেক অক্ষমতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে ও সংজ্ঞা দিতে,
- এক বা একাধিক গৌণ অক্ষমতার সাথে যুক্ত শ্রবণ-অক্ষমতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে, এবং এই অক্ষমতাগুলির মধ্যে একটি হল বাচনিক যোগাযোগে অসমর্থতা,
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়ানো ও প্রশিক্ষণের জন্য যে কৌশল ব্যবহৃত হয় তা সংক্ষেপে বলতে।

৪.৩ কিছু গৌণ অক্ষমতাযুক্ত শ্রবণ-অক্ষম শিশু (Deaf Children with some Secondary Disabilities)

বহু অক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রবণ-অক্ষমতার পিছনে কারণের সংখ্যা বেড়েছে। শ্রবণ-অক্ষম শিশুদের

মধ্যে কখনো কখনো বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত অক্ষমতা, সেন্ট্রাল ব্রেন ড্যামেজ (central brain damage) এবং সাইকোজেনেটিক ডিস্‌অর্ডারের (psychogenetic disorder) মত গৌণ অক্ষমতা দেখা দেয়।

এই শিশুদের প্রায়শই কেতাবী বিদ্যার চেয়ে ব্যবহারিক জীবনের দক্ষতার বেশি প্রয়োজন হয়। হস্তসাধিত বর্ণমালা, অঙ্গভঙ্গী, যোগাযোগের বোর্ড, এবং কথাবার্তা ইত্যাদি সমস্ত প্রকার যোগাযোগের মাধ্যম তাদের সাথে তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে।

শ্রবণ অক্ষমতার পাশাপাশি যে বাড়তি প্রতিবন্ধকতাগুলি সহাবস্থান করতে পারে তা হল ঃ

- শ্রবণ-অক্ষমতার পাশাপাশি অন্ধত্ব/ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি, (অন্ধ-শ্রবণঅক্ষম শিশু)
- শ্রবণ-অক্ষমতার পাশাপাশি মানসিক প্রতিবন্ধকতা,
- শ্রবণ-অক্ষমতার পাশাপাশি শেখার অক্ষমতা,
- শ্রবণ-অক্ষমতার পাশাপাশি অটিজম,
- শ্রবণ-অক্ষমতার পাশাপাশি সেরিব্রাল প্যালসি।

এই এককে আমরা এই পাঁচটি বিভাগের আনুপূর্বিক বর্ণনার দিকে দৃষ্টি রাখব। এরকম শিশুদের কাউকে শিক্ষাদানের সমস্যার মধ্যে থাকবে শ্রবণ বৈকল্য ও অন্য প্রতিবন্ধকতাটির মধ্যে কোনটি বেশী তীব্র তা নির্ধারণ করা ও কোন বিদ্যালয়ে এরকম শিশুদের রাখা হবে তা স্থির করা। বাস্তবিক দেখা যায় যে এরকম বিষয়ে নির্বাচনের খুব কমই সুযোগ থাকে এবং 'শ্রবণ অক্ষম বা মানসিক প্রতিবন্ধী বা অন্ধদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়ের আলাদা মণ্ডলীতে শিশুদের নাম লেখানো হয়'। তবুও খানিকটা আশার আলো দেখা যায় কারণ গত দশকে, অন্ততপক্ষে বড় শহরগুলিতে, এরকম শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনের দিকে নজর দেওয়ার জন্য সেন্টার ফর অটিজম (Centre for Autism), যারা শিখতে অক্ষম তাদের জন্য কেন্দ্র (Centre for the learning disabled), ও অন্ধ বধির শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের মত কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়েছে ও এখনো হচ্ছে।

৪.৪ শ্রবণ-অক্ষমতার পাশাপাশি মানসিক প্রতিবন্ধকতা (Mearing Impairment with Mental Retardation)

শ্রবণ বৈকল্যের প্রভাব সুদূরবিস্তৃত ও গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি ছোটবেলায় বোধশক্তি ও ভাষা-সম্বন্ধীয় দক্ষতাকে প্রভাবিত করে। ক্ষীণ শ্রবণশক্তির সাথে অন্য অক্ষমতার উপস্থিতি 'শেখার ক্ষেত্রে বাড়তি সমস্যা' সৃষ্টি করে যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে শ্রবণ-অক্ষম বা কানে খাটো বাচ্চাটিকে শিক্ষাদানের জটিলতা বাড়িয়ে তোলে। শ্রবণ বৈকল্যের পাশাপাশি অন্য অক্ষমতার উপস্থিতি বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রসংখ্যার তুলনায় শ্রবণ-অক্ষম বা ক্ষীণ শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ছাত্রদের মধ্যে প্রায় তিন গুণ (৩২.২%) বেশী।

শ্রবণ অক্ষম বা ক্ষীণ শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিশুদের মধ্যে প্রায়শই যে তিনটি অক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায় তা হল শেখার অক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত অক্ষমতা (Mental Retardation/MR) ও মানসিক/আচরণ

সম্বন্ধীয় অক্ষমতা। যে ছাত্রদের শ্রবণ-বৈকল্যের সাথে বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত অক্ষমতা রয়েছে তাদের ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের শক্তি কম, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ও শেখার সমস্ত ক্ষেত্রে বিকাশে দেরী হয়।

দুটি প্রতিবন্ধকতার সমন্বয়জনিত কারণে শ্রবণ-অক্ষমতা ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা যুক্ত (Hearing Impairment and Mental Retardation/HI/MR) শিশুটির অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। এই শ্রেণীর শিশুদের পর্যবেক্ষণের কারণে এই দুটি অক্ষমতা যোগ হয়ে গেছে কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। প্রত্যেক শিশুই অনন্য, কারণ প্রত্যেকের শ্রবণ-অক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত অক্ষমতার মাত্রা আলাদা। যদি এই উপমণ্ডলীটির অনন্যতা বোঝার প্রচেষ্টা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে ছাত্রদের গায়ে 'শিখতে অক্ষম ও শ্রবণ-অক্ষম' তকমা আঁটার দিক থেকে এই ক্ষেত্র সরে আসছে ও ছাত্রদের তার পরিবর্তে 'অতিরিক্ত সামান্য অক্ষমতাযুক্ত শ্রবণ-অক্ষম বা ক্ষীণ শ্রবণশক্তিসম্পন্ন', 'শ্রবণবৈকল্য যুক্ত অন্যরকম শিক্ষার্থী' বা 'অতিরিক্ত শেখার সমস্যাযুক্ত শ্রবণ-অক্ষম বা ক্ষীণ শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থী' হিসাবে অভিহিত করা হচ্ছে।

আমাদেরকে এই নজরেই মানসিক প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ অক্ষমতা ও কিভাবে ও কতটা এটি একজন ব্যক্তির শেখার ক্ষমতার উপর প্রভাব ফেলে তা দেখতে হবে। তারপরে আমাদের দেখতে হবে কি করে আমরা বিশেষ শিক্ষাব্রতী হিসাবে যথাযথ পড়ানোর কৌশল ব্যবহার করে একটি HI/MR যুক্ত শিশুর শেখার ধারাকে ত্বরান্বিত করতে পারি।

প্রধান লক্ষ্য হবে ঃ

- মানসিক প্রতিবন্ধকতাকে বিকাশমূলক অক্ষমতা হিসাবে উপস্থাপনা,
- মানসিক প্রতিবন্ধকতাযুক্ত শিশুদের বৈশিষ্ট্যের সাথে পাঠককে পরিচিত করানো,
- HIMR যুক্ত শিশুটিকে পড়ানোর জন্য বিভিন্ন কলাকৌশলের উপস্থাপনা এবং
- HIMR যুক্ত শিশুদের জন্য শিক্ষাগত তাৎপর্যের বর্ণনা।

৪.৪.১ মানসিক প্রতিবন্ধকতা সংজ্ঞা (Definition of Mental Retardation/MR)

মানসিক প্রতিবন্ধকতার সবচেয়ে প্রচলিত সংজ্ঞা আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশান অন মেন্টাল রিটার্ডেশনের (AAMR) দেওয়া। যা হল : ''তাৎপর্যপূর্ণভাবে গড় মানের চেয়ে নিম্ন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পর্কিত ক্রিয়া যার ফলস্বরূপ অভিযোজনমূলক আচরণ সম্পর্কিত অক্ষমতা সংঘটিত হয় বা এই ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত থাকে এবং বিকাশমূলক পর্যয়ে প্রদর্শিত হয় তাকে মানসিক প্রতিবন্ধকতা বলা হয়।''

তাৎপর্যপূর্ণভাবে গড় মানের চেয়ে নিম্ন হতে গেলে বুদ্ধিমাত্র নির্দেশক সংখ্যা (IQ) ৭০-এর নীচে হতে হবে। অভিযোজনমূলক আচরণ একজন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার দিকে নির্দেশ করে। এই অভিযোজনমূলক দক্ষতার এলাকার মধ্যে পড়ে যোগাযোগ, নিজের যত্ন, বাড়ীতে থাকা, সামাজিক দক্ষতা, লোকসমাজে উপযোগিতা, আত্মনির্দেশ, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা, শিক্ষাবিষয়ক যোগ্যতা, কাজ ও অবকাশ এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রাথমিক লেখাপড়া ও গণিতের ব্যবহার।